হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 9, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, August 2017

এ দেশে মঠ মন্দিরের সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ, সাধু সন্ন্যাসী, মোহান্ত, পণ্ডিত, পূজারীর সংখ্যা আটান্ন লক্ষ। এঁদের দায়িত্ব হিন্দু সমাজকে অভয় দেওয়া, সাহস যোগানো। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এঁরাই ভীত সন্ত্রস্ত সংকুচিত মাত্র কয়েক হাজার দেশি বিদেশী মৌলভী আর পাদ্রীদের সামনে। কেন? কোথাও নিশ্চয় ফাঁকি আছে। আসলে জাত হিসাবে আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর, ফাঁকিটা সেখানেই। সাধু-সন্ন্যাসী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, পুরোহিত যাই হোন না কেন বেশিরভাগ হিন্দুর জীবন আত্মকেন্দ্রিক।

—শিবপ্রসাদ রায়

মালদার মোথাবাড়িতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

পথ দুর্ঘটনায় ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত ৮ই আগষ্ট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ালো মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত মোথাবাড়িতে। গত ৭ই আগষ্ট, সোমবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মোথাবাড়ি মোড়ে ট্রাক্টরের ধাক্কায় শ্রেয়সী মন্ডল (১৫)-এর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ট্রাক্টরের চালক হাসিবুর রহমান ওরফে ববি (২০)-কে বেধড়ক মারধর করে। তার ট্রাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। পরে রক্তাক্ত হাসিবুরকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এটা দুর্ঘটনা নয়, হাসিবুল ইচ্ছা করে ধাক্কা মেরেছে শ্রেয়সীকে। কারণ হাসিবুল প্রায়ই শ্রেয়সীকে উত্ত্যক্ত করত। বেশ কয়েকবার সে শ্রেয়সীকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু শ্রেয়সী তাকে পাত্তা না দেওয়াতেই হাসিবুল ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ির ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে তাকে।

ইতিমধ্যে একটি ১০ সেকেন্ডের ভিডিও ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে-এর মাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটিতে এক ব্যক্তিকে কে বা কারা কোদালের বাঁট দিয়ে মারছে তাও স্পষ্ট নয়। আর তারপরেই আশেপাশের গঙ্গাপ্রসাদ, রথবাড়ি ও পঞ্চানন্দপুর থেকে প্রচুর মুসলমান এসে হাসিবুরের দেহ নিয়ে মালদা থানা ঘেরাও করে। পুলিশ ওখান থেকে সরিয়ে দিলে তারা মোথাবাড়ি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে। অবরোধকারীরা দোষীদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবী জানাতে থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপক সরকার বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে এলাকায় ছুটে আসেন। তিনি অবরোধকারীদের অবরোধ তুলে নিতে বলেন এবং মৃতের পরিবারের চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও অবরোধকারীরা অবরোধ তোলেনি। ক্ষিপ্ত জনতা গণপিটুনিতে অংশ নেওয়া লোকজনদের শাস্তির দাবীতে অনড় থেকে পথ অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে পুলিশ জানতে পারে, বহিরাগত কিছু লোকজন এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মদত দিচ্ছে। পুলিশ সেই বহিরাগতদের খোঁজ চালাতে থাকে। তা টের পেতেই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে বোমাবাজি শুরু হয়। পুলিশের একটি গাড়িতে আগুনও ধরানো হয়। তখন পুলিশ বাধ্য হয় লাঠিচার্জ করতে। অবরোধকারীরাও তখন পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট ছুড়তে শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে অবরোধকারীদের হটিয়ে দেয়। তারা হাসিবুরের মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ হাসিবুরের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ মোথাবাড়ি ও তার আশপাশের এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। পরে পুলিশ আশেপাশের এলাকাতে তল্লাশি চালিয়ে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। তাছাড়া কালিয়াচক সীমান্তে পাহারা জোরদার করা হয়েছে বলে মালদা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ণব সরকার জানিয়েছেন।

নারী পাচারকারীর খপ্পরে যুবতী

গত ১৮ই জুন সন্ধ্যায় টিউশন পড়তে গিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি অনিন্দিতা সরদার। অনেক খোঁজ করেও তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। পরে পরিবারের লোকেরা জানতে পারে এলাকারই আইজুল নামক এক যুবক ফুসলিয়ে তাদের মেয়েকে দিল্লী নিয়ে গেছে। এখন তাদের মেয়ে কোথায় কেমন আছে তার কোন খবরই তারা জানেন না বলে এই প্রতিবেদনের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেন অনিন্দিতার দাদু হরিচরণ সরদার।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ছোট কলাহাজরার বাসিন্দা হরিচরণবাবুর অভিযোগ, নাতনি উক্ত দিন প্রতিদিনের মতো টিউশন পড়তে যায়। ফিরে আসার সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় তারা পড়ার জায়গায় খোঁজ নেয়। সেখানে না পেয়ে পতিক সরদারের বাড়িতে যায়। কারণ প্রায়ই অনিন্দিতা পতিকের বাড়ি যেত। কিন্তু সেখানেও অনিন্দিতাকে পাওয়া যায়নি। পরে তারা জানতে পারে বড় কলাহাজরা অঞ্চলের আইজুল মোল্লা (পিতা-আছাদ মোল্লা) অনিন্দিতাকে নিয়ে দিল্লীতে চলে গিয়েছে। আইজুল এবং তার পরিবার বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে অঞ্চলবাসীর অভিযোগ। এমনকি তারা নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত বলেও জানতে পারা গেছে। আইজুল পতিকের বন্ধু বলে জানা গেছে। তাই এই ঘটনায় সেও জড়িত বলে অনিন্দিতার বাড়ির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। সেইমতো হরিচরণ সরদার বাসন্তী থানায় অভিযুক্তদের নামে ২২শে জুন একটি কেস দায়ের করেন (কেস নং-৪৪৫/১৭, ধারা ৩৬৩, ৩৬৬, ১২০বি, ৩৪ আইপিসি)। কিন্তু তারপর দীর্ঘসময় কেটে গেলেও পুলিশের কোন সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার বা অনিন্দিতাকে উদ্ধার করতে পারেনি। অসহায় অনিন্দিতার দাদু হরিচরণবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, আইজুল ও তার সাকরেদরা তাঁর নাতনিকে কোন খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছে অথবা তাকে পাচার করে দিয়েছে।

৩১শে জুলাই হরিচরণ সরদার কলকাতার হিন্দু সংহতির অফিসে এসে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁর নাতনিকে উদ্ধারের জন্য সকাতর অনুরোধ জানান। তপনবাবু অনিন্দিতার দাদু হরিচরণবাবুকে সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন।

হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় মুক্ত নাবালক শৌভিক সরকার

বসিরহাট বাদুড়িয়ায় সম্প্রতি সংখ্যালঘুরা ধর্মের অবমাননার নাম করে দুদিন ধরে যে তান্ডব চালালো তার পিছনে ছিল একটি ফেসবুক পোস্ট। শৌভিক সরকার নামে একটি ছেলের ফেসবুকে করা একটি পোস্টে নাকি ইসলাম অবমাননা করা হয়েছে। আর তাতেই ক্ষিপ্ত মুসলমানরা জেহাদীদের মতো হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শৌভিকের বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ শৌভিককে গ্রেফতার করে। যদিও আক্রমণকারীদের দাবী ছিল শৌভিককে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

আটক শৌভিক নাবালক। তাই আইনি রীতি অনুযায়ী প্রশাসন তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মুক্ত করে দিতে বাধ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে শৌভিককে আটক করে রাখে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেক্যুলার মিডিয়া বা আইনজীবী কেউই শৌভিকের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। হিন্দু সংহতির আইনজীবীরা লড়াই চালাতে থাকে।

অবশেষে নাবালক শৌভিকের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল হিন্দু সংহতি। বসিরহাট এসিজেএম আদালতের আদেশানুসারে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হল শৌভিককে। গত ৫ই আগষ্ট আদালতে হিন্দু সংহতির দায়ের করা ডকুমেন্টসের বৈধতা স্বীকার করে নিলেও পুলিশের পক্ষ থেকে তার অধিকার খর্ব করার জন্যে কলকাতা থেকে বিশেষ উকিল নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হিন্দু সংহতির লিগাল টিম পুলিশের সব যুক্তি খন্ডন করে মহামান্য আদালতকে শৌভিকের দাবীর বৈধতা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেন। হিন্দু সংহতি আইনি, প্রশাসনিক এবং স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাবালক শৌভিকের অধিকার রক্ষার যে লড়াই শুরু হয়েছিল, সেটাই আজ আদালতের রায়ে পূর্ণতা পেল বলে অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় জানান।

দেশমাতৃকার বেদনাদায়ক বিভাজনের ৭০ বছরে

১৯৪৬-৪৭ এ কলকাতার রক্ষাকর্তা

হিন্দুবীর গোপাল মুখোপাধ্যায়

স্মরণে হিন্দু সংহতি

১৬ আগস্ট

বিশাল শোভাযাত্রায়

দলে দলে যোগ দিন।

জমায়েত ঃ বেলা ১টা

রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

আমাদের কথা

রাজনীতির তোষণনীতির বেড়াজাল পশ্চিমবঙ্গের সমূহ ক্ষতি করে দেবে

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা হল খন্ডিত। ভারতবর্ষকে দু-টুকরো করে পাকিস্তান নামক ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্ম হল। পাকিস্তানের আবির্ভাবে ভারতের যে দুটো প্রদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হল, তা হল পাঞ্জাব ও বঙ্গপ্রদেশ। পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের মতো বঙ্গপ্রদেশও ব্যবচ্ছেদ হল। বাংলার ২/৩ অংশ জমি নিয়ে গড়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তান। গান্ধী-নেহেরুরা পুরো বাংলাকেই পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্টরা বাংলাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে জোর সওয়াল করেছিলেন। বঙ্গীয় বিধানসভার তিন কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণ সেদিন ভারত বিরোধিতা করে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিলেন। জ্যোতি বসু বিধানসভায় বক্তৃতায় বললেন, আমরা বঙ্গদেশকে ভাগ হতে দেবো না। অর্থাৎ ওনার ইচ্ছা ছিল পুরো বঙ্গদেশটাই পাকিস্তানে যাক। কিন্তু বাধ সাধলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি সুরাবর্দি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের দিনগুলোতে প্রথম দিকে হিন্দুরা কচুকাটা হলেও পরেরদিকে তাদের শক্ত প্রতিরোধে (গোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে বাঙালী হিন্দু, বিহারী হিন্দু ও পাঞ্জাবীরা তখন অস্ত্র হাতে ময়দানে নেমে পড়েছে) মুসলমানরা দিশেহারা। সুরাবর্দি, মুজিবর রহমান, এসএম ওসমানের মতো মুসলিম লীগের নেতারা তখন প্রায় ভয়ে কাঁপছে। গান্ধী নেহেরুর কাছে কাতর আবেদন করছে কলকাতার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সৈন্য নামাবার। অবশেষে সৈন্য নামল। দাঙ্গা বন্ধ হল। মুসলীম লীগের দাবীর কাছে মাথা নত করে কংগ্রেস দেশভাগ মেনে নিল। কিন্তু কমিউনিস্ট জ্যোতি বসুদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হল না। শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবেই রাখলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ৭০ বছরের ইতিহাসে এই পশ্চিমবঙ্গ শাসন করলেন কারা? সেই গান্ধী-নেহেরুর বশংবদ কংগ্রেসের নেতারা (এর মধ্যে ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং অবশ্যই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) আর দেশদ্রোহী, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমর্থনকারী জ্যোতি বসু এবং তাঁর উত্তরসূরীরা। এর ফল হল কি?

যে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে দেশভাগ হল তার কোন গুরুত্ব রইল না। মুসলীম লীগের নেতারা বলেছিলেন, মুসলমানরা একটা সম্পূর্ণ আলাদা জাতি, হিন্দুদের সঙ্গে তারা কখনই একত্রে বাস করতে পারবে না। তাই ইসলামের পবিত্রভূমি পাকিস্তানের দাবী, আর এ তারা নিয়েই ছাড়বে- তারই বা কি মূল্য রইল? দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু জমি খুইয়ে, আত্মসম্মান খুইয়ে এবং অসংখ্য জীবন খুইয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হল- তাদের আত্মত্যাগের কী মূল্য রইল? কারণ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই এদেশে বসকারী ৪ কোটি মুসলিমকে 'ভাই' বলে বুকে টেনে নিতে কংগ্রেসী নেতৃত্বের সে কি ছোটাছুটি। ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দেওয়া কংগ্রেসের সৌজন্যে নতুন করে দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম হল ভারতে। ডঃ বাবসাহেব আম্বেডকর এর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, সম্পূর্ণ জনবিনিময়। কিন্তু দলিত নেতা আম্বেডকরকে কে পাত্তা দেয়! দেশ তো তখন গান্ধী-নেহেরুর কথায় চলছে। দ্বিজাতিতত্ত্ব দেশ থেকে দূর হয়েও গান্ধী-নেহেরুর দৌলতে থেকে গেল। অলক্ষ্যে থেকে হাসলেন সৈয়দ আহমেদ খান। পিক্চার আভি বাকি হ্যায় ভাই!

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়জয়কার হল। বহু প্রদেশে কংগ্রেসের মুসলিম প্রার্থীরাও ভোটে জয়লাভ করলো। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ধরা পড়ল। ভাবতেও অবাক লাগে সে সমস্ত মুসলমানরা পাকিস্তানের সমর্থক ছিল, দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক ছিল, তারাই দেশভাগের পর পাকিস্তানে যেতে না পেরে ভারতপ্রেমিক কিভাবে হয়ে উঠল। ইসলামের আলতাকিয়া সেদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পারেনি। কিংবা বুঝেও তোষণের রাজনীতিটা চালিয়ে গেছে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কটাকে নিজেদের দখলে রাখতে। এইভাবে নতুন একটা পাকিস্তান ধীরে ধীরে ভারতে গজিয়ে উঠল। ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে তোষণের রাজনীতি তো কংগ্রেস আজও সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস এই তোষণের রাজনীতিটাই চালিয়ে গেছে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে হারিয়ে বামফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। সেই জ্যোতি বসু, যিনি পুরো বঙ্গপ্রদেশটাই পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। মার্কস-লেনিনের চিন্তাধারার বাহক জ্যোতি বসুদের আমলে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামের আগ্রাসন ঘটতে লাগলো। নিজেদের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে মজবুত করতে নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণ শুরু করল তারা। ৩৪ বছরের শাসনকালে উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার বহু ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ল। আর যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু সেখানেই তো তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের তিনটি জেলা (উঃ দিনাজপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদ এখন মুসলিম মেজরিটি) দেখলেই বোঝা যায়। দক্ষিণবঙ্গের অবস্থাও তথৈবচ। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে হিন্দুদের নীরবে অত্যাচার সহ্য করে থাকতে হবে। এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে! আর এর জন্য দায়ী গত ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের অপশাসন।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারও একইরকমভাবে সংখ্যালঘু তোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। ৩০ শতাংশ ভোটব্যাঙ্ককে উপেক্ষা করা রাজনীতি দলগুলোর বোধহয় সম্ভব নয়। এটা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা বুঝে গেছে। সব রাজনৈতিক দলগুলোই তাদের তেল মারবে, পদলেহন করবে। তাদের সমস্ত অন্যায় আবদার মুখ বুজে সহ্য করে নেবে। ফলে বিগত বছরগুলোয় পশ্চিমবঙ্গের বুকে যেভাবে মুসলিম আগ্রাসন বেড়েছে, তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। শুধু জেহাদীরা নয়, পশ্চিমবঙ্গে বাসকারী মুসলিমরাও গ্রেটার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। অর্থাৎ ভারত ভেঙে আরও একটা পাকিস্তান। তোষণের রাজনীতি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমূহ ক্ষতি করে দিয়েছে। আগামী ২০-২৫ বছরে তা বিপর্যয়ের আকার নেবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিকভাবে তোষণের রাজনীতি ভুলে যদি এখন থেকে আমরা রুখে না দাঁড়াই তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য থাকবে কিনা সন্দেহ। আর থাকলেও তার পরিণতি হবে বর্তমান কাশ্মীরের মতো। জিন্না, সুরাবর্দি, জ্যোতি বসুদের সম্পূর্ণ বাংলা নিয়ে পাকিস্তান গড়ার স্বপ্ন সাকার হবে। আর এরই বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিচ্ছে হিন্দু সংহতি। সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু এই লড়াইতে এগিয়ে আসুক। পশ্চিমবঙ্গকে আমরা পাকিস্তান হতে দেবো না। এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। এ লড়াই মাটি বাঁচানোর লড়াই। মাটি বাঁচলে মা বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে-নিছক স্লোগানে কিছু হবে না।

মুম্বই চলচ্চিত্র জগতের ইসলামীকরণ

অমিত মালী

ভারতের হিন্দী সিনেমা বলিউড নামে পরিচিত, যা এতদিন ভারতের সাধারণ থেকে ধনী এলিট শ্রেণির জনগণকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। সত্যিই আজকের দিনে বলিউড একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে বলিউড ভারতের পিছনে যে বাঁশ দিয়ে আসছে এবং তা আমাদের হিন্দুদের অজান্তে, অনেকের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের বঞ্চনা করা হয়েছে, অনেক হিন্দু অভিনেতা ও অভিনেত্রী ও গায়িকা মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, হিন্দীসিনেমার গানের মধ্য দিয়ে উর্দু ভাষা ও 'আল্লা' শব্দটিকে ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে, সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

হিন্দী সিনেমার কথা যখনই আলোচনা করা হয়-তা সে খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেল হোক, প্রথম যে কথাটা উঠে আসে (এটা মাঝে মাঝে হেডলাইনও হয়) যে বলিউড শাসন করছে তিন খান। তিন খান বলতে শাহরুখ খান, সলমান খান ও আমির খান। এই তিন খান দীর্ঘ বছরে তাদের সিনেমার মধ্য দিয়ে ভারতের মানুষের মধ্যে মুসলিম ধারা ও তাদের সংস্কৃতি দ্বারা, হিন্দুদের বিশাল ক্ষতি করে এসেছে এবং এখনো পুরো মাত্রাতে করছে। এরা ছাড়াও বলিউডের বেশ কয়েকজন প্রযোজক যারা সিনেমা তৈরীতে টাকা দেয় যেমন মহেশ ভাট (নাম হিন্দুর মতো হলেও একজন মুসলিম), সাজিদ নাজিদওয়ালা প্রভৃতি। এছাড়া সংগীত পরিচালক সেলিম মার্চেন্ট, আনিস বাজমি, লাকি আলী, অনু মালিক ও আরো অনেকে।

প্রথমে এই তিন খানের কথায় আসা যাক। তিন খানের সবাই হলো এক একটা 'লাভ জিহাদি' এবং এরা ভারতের লক্ষ্য লক্ষ্য লাভ জিহাদির কাছে একটি প্রেরণা এবং তারা নিঃসন্দেহে এদেরকে অনুসরণ করে। শাহরুখ খান গৌরীকে বিয়ে করে তাকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে এবং তার ছেলে মেয়ে সকলে মুসলিম হয়েছে। মুখে হাজারবার আমি মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়নি বললেও, আমি বাড়িতে হিন্দুধর্ম মেনে চললেও, গৌরী খান তার তিন ছেলেমেয়ের একজনের নামও হিন্দু নাম দিতে পারেনি। তারপর শাহরুখ খান অভিনীত সিনেমার মধ্য দিয়ে মুসলিম চরিত্রগুলিকে বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। একটি সিনেমা হলো 'মাই নেম ইজ খান'।

তবে একটি ধারণা দীর্ঘদিন ধরে কারও অজানা নেই যে বলিউডে মুসলমান ডন দাউদ ইব্রাহিম-এর টাকা ঘুরপথে ব্যবহার করা হয়। আর সেই টাকাতে এতবছর বলিউডের ইসলামীকরণ হয়ে চলেছে; যদিও ইডি অনেক তদন্ত করে তার কোন হদিস পায়নি।

বলিউডের প্রযোজকদের মধ্যে ইসলামিক মানসিকতা ও পাকিস্তানের প্রতি ভালোবাসা অতিরিক্ত বেশি। বলিউডের প্রথম সারির প্রযোজকদের মধ্যে মহেশ ভাট ও সাজিদ ওয়াজিদ নাজিদওয়ালা বিখ্যাত। মহেশ ভাট নিজে পূজা বেদিকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছে। তারপর নিজের ভাগ্নে ইমরান হাশমিকে নামিয়েছে। ইমরান হাশমি কিছুটা জোকার-এর মতো দেখতে। একের পর এক ছবিতে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে মহেশ ভাট এর প্রযোজনায়। পর পর বেশ কয়েকটি ছবি ফ্লপ করলেও পরে আবার সে মহেশ ভাট-এর প্রযোজনায় সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। একসময় ছবি হিট করানোর জন্যে ছবিগুলিতে অতিরিক্ত সেক্স ঢোকানো হয়। তাতে বেশ কিছুদিন চললেও বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু হিন্দু অভিনেতা রণবীর সিং-এর একের পর এক সিনেমা 'ব্যান্ড বাজা বারাত', 'লেডিস ভার্সাস রিকি বহল', 'গুন্ডে', 'বাজিরাও মাস্তানি' আরো বেশ কয়েকটি সিনেমা সুপারহিট করলেও মহেশ ভাট-এর ব্যানারে সিনেমা করার সুযোগ পাননি। একটা ছবি করার জন্যে রণবীর সিং-এর মতো প্রতিভাবান অভিনেতাকে অপেক্ষা করতে হয় কখন হিন্দু প্রযোজক পরিচালক রামগোপাল বর্মা বা সঞ্জয়লীলা বনশালীর কাছ থেকে অভিনয়ের ডাক আসবে। তারপর তো মহেশ ভাট এখন তার মেয়ে আলিয়া ভাটকে, সিনেমাতে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যস্ত। পিতার দয়ায় হিন্দু অভিনেত্রী শাসিত বলিউডে সে দ্রুত উঠে আসছে উপরের দিকে। যদিও ইমরান হাশমিকে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা 'আজাহার (২০১৬)' সিনেমা দিয়ে করা হয়েছিল। এখানে সেই মুসলিম উম্মাহকে তুলে ধরাই প্রধান উদ্দেশ্য। সিনেমাতে দেখানো হল সংগীতা বিজলানিকে বিয়ে করা, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা, আজাহারউদ্দিন জাতীয় নায়ক - এটা ভারতের জনগণকে মনে করিয়ে দেওয়া ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও, সিনেমাটা চলেনি একদম। এখানে মহেশ ভাট-এর প্রযোজনাতে হায়দার (২০১৪) সিনেমার কথা না বললেই নয়। এই সিনেমাতে কাশ্মীরের মুসলিমদের ওপর ভারতীয় সেনার অত্যাচার, তার ফলে এক কাশ্মীরি মুসলিম যুবকের পাগল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখানো হল। পরিষ্কারভাবে ভারতের সাধারণ কাছে আমাদের দেশের গর্ব সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখানো হল। এই সিনেমাতে একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছিল যা হিন্দু ধর্মের অপমান। এই সিনেমার একটি কাশ্মীরের সূর্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়েছিল। ওই দৃশ্যে পাগল হায়দার মন্দির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলছে যে ওখানে নাকি শয়তানের বাস, ওখানে আগুন জ্বলছে, ওই শয়তান তার বাবাকে লুকিয়ে রেখেছে। পাগল হলেও কি হবে, মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে একজন জিহাদির মতো। তারপর মহেশ ভাট ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে আসছেন যে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা ওখানকার স্থানীয় মুসলমানের ওপর অত্যাচার করছে, সাধারণ জনগণের মানবাধিকার হরণ করছে। কিন্তু একজন সেনাও যে মানুষ এবং তারও যে মানবাধিকার আছে সেটা ভুলে গেছেন মৌলবাদী মানসিকতার চাপে। বলিউডের আর এক অভিনেতা হৃতিক রোশনের কথা ভাবলে হিন্দুদের বঞ্চনার কথা আমার চোখের সামনে জলের মতো পরিষ্কার হয়। একজন আদর্শ অভিনেতা হবার সব গুণ যেমন লম্বা, সুঠাম শরীর, অভিনয়ের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বলিউডের পাকিস্তানপ্রেমী প্রযোজকদের নজর কোনদিন এর উপর পড়েনি। 'ধুম ২' সুপারহিট হলেও কোন এক অজানা কারণে 'ধুম ৩' থেকে বাদ পড়তে হয়। তার বদলে ধুম ৩-তে আমির খানকে নেওয়া হল। পুরো ছবিতে আমির খানকে একবারের জন্যও নায়ক বলে মনে হয়নি- যেন একজন জোকার। কারণ নায়িকা ক্যাটরিনা কাইফ অনেক লম্বা আমির খানের থেকে, তাই পুরো সিনেমাতে একবারের জন্যেও দুজনের একটিও ক্লোজ সিন দেখানো হয়নি। তারপর অনেক অপেক্ষা করার পর তার পিতার প্রযোজনাতে হৃতিক রোশন 'ক্রিস ২' সিনেমাতে অভিনয় করলেন। সিনেমা হিট করলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানপ্রেমী কোন প্রযোজকের কাছ থেকে নতুন সিনেমা করার ডাক পেলেন না। পুরো দুই বছর অপেক্ষা করার পর ২০১৭ তে পিতার প্রযোজনাতে 'কাবিল' ছবিতে একজন অন্ধ ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করলেন হৃতিক। কিন্তু ঠিক একইদিনে শাহরুখ খানের 'রইস' মুক্তি পেল। এই সিনেমাতে শাহরুখ খান একজন মুসলিম ডন-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন, যে ডন অনেক হিন্দু

শেষাংশ ৪ পাতায়

নেপাল ঃ অনেক কিছু করা বাকি আছে

তপন ঘোষ

জুলাই মাসে ১৪ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত ৯ দিন নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলাম। বেড়াতে নয়, ঠেলায় পড়ে। বিদেশ থেকে বন্ধুরা আমার উপর খুবই চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, নেপালের অবস্থা একবার ভাল করে দেখে আসার জন্য। এক, সে দেশের হিন্দুদের পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলি বুঝে সেগুলি সমাধানের জন্য কিছু পথনির্দেশ দেওয়া ও সহযোগিতা করার জন্য। পশ্চিমে বন্ধুদের এই অনুরোধ গ্রহণ করা আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। বাংলার হিন্দুদের সমস্যার পাহাড় আমার সামনে। সেগুলো ছেড়ে চললাম নেপালের সমস্যা সমাধান করতে। কিন্তু পশ্চিমের হিন্দু বন্ধুরা আমাদের কাজে এত সহযোগিতা করে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার হিন্দুদের জন্য তাদের এত দরদ দেখেছি, যে তাদের কথা ফেলে দেওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন। তাই কিছুটা অনিচ্ছায় যেতেই হল নেপালে। নেপালের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগও তারাই করিয়ে দিয়েছে।

১৩ই জুলাই কলকাতা থেকে ট্রেনে করে গেলাম গোরখপুর, যোগীজীর শহর দেখতে দেখতে চলে গেলাম নেপালের সীমাবর্তী শহর সুনৌলি। একটা গেট পেরিয়ে ঢুকে গেলাম নেপালের ভিতরে কোন পাশপোর্ট, ভিসা, পারমিট কিছুই লাগে না। সেখানে দুজন হিন্দু যুবক আমাকে নিতে এসেছিল। একজন মধেসি, একজন পাহাড়ি। সেখান থেকে চলে গেলাম ১৫ কিলোমিটার দূরে ভৈরাওয়া শহরে। এটা নেপালের রুপানদেহী জেলায় পড়ে। এই জেলাতেই গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান সারা বিশ্বের বৌদ্ধরা এখানে আসেন বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখতে। ১৫ তারিখ সকালে আমিও দর্শন করলাম সেই বিখ্যাত লুম্বিনী উদ্যান যেখানে আজ থেকে ২৫০০ হাজার বছর আগে মা যশোধরা জন্ম দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থকে। যিনি পরে বোধিলাভের পর সারা বিশ্বে প্রচার করেছিলেন করুণার বাণী।

১৩ থেকে ২২ জুলাই আমি নেপালে পাঁচটি জেলা ভ্রমণ করতে পেরেছি। রুপানদেহী, কাস্‌কি, তানাহুঁ, গোরখা এবং কাঠমান্ডু। এরমধ্যে একটু বেশি সময় থেকেছি কাস্‌কি জেলার পোখড়া শহরে এবং নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে।

পোখড়া একটি টুরিস্ট শহর। সারাবছরই আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম থাকে। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই শহর থেকে বরফে ঢাকা পর্বত চূড়া মাছাপুছার এবং অন্নপূর্ণা রেঞ্জ দেখা যায়। আর আছে একটি বিশাল লেক যার মধ্যে আছে তালবাড়াহী ভগবতী মন্দির, নৌকা করে যেতে হয়। এই পোখড়া শহরের পাশেই পাহাড়ের উপরে আছে এক বৌদ্ধস্তূপ, নাম ওয়ার্ল্ড পীস প্যাগোডা। এই শহরে আছে বিশাল লেকের ধারে কয়েক হাজার হোটেল, গেস্ট হাউস। প্রায় সারাবছরই ভর্তি থাকে। এছাড়াও দেখালাম বিখ্যাত বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির এবং ভদ্রকালী মন্দির।

পরবর্তী গন্তব্যস্থান ছিল তানাহু জেলায় দমৌলি শহর। এই শহরের পৌরসভার নাম ব্যাস পৌরনিগম। এখানে আছে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মস্থান এবং সাধনক্ষেত্র। মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের পিতা ও মাতা পরাশর মুনি ও ধীবরকন্যা সত্যবতীর সাক্ষাৎ ও মিলন হয়েছিল এখানেই নদীবক্ষে নৌকার উপর।

কতবছর আগে এই ঘটনা তা বলা কঠিন। কিন্তু সেখানকার মানুষ সযত্নে ধরে রেখেছেন সেই স্মৃতিকে। সেখানে আছে ব্যাস গুফা (গুহা) এবং পরাশর মুনি ও সত্যবতীর নানা স্মৃতিচিহ্ন। ওখানকার কমিটির লোকজনের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল। তাঁদের দুটি সভাতেও বসার এবং আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। তাঁদের কথা শুনলাম। আমিও তাঁদেরকে জানালাম যে মহর্ষি বেদব্যাসের স্মৃতি বিজড়িত এই স্থান, এটা শুধু হিন্দুদের তীর্থস্থান নয়, এটা সারা বিশ্বের হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্থান বলে আমি মনে করি।

তাঁরা জানালেন যে ব্যাস কোন একজন মাত্র ব্যক্তির নাম নয়। মোট ২৮ জন শাস্ত্রকার এই ব্যাস উপাধি পেয়েছিলেন। এখানে যাঁর জন্মস্থান তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। একলক্ষ শ্লোক সমৃদ্ধ মহাভারত এঁরই রচনা। এঁর গায়ের রঙ ঘোর কালো ছিল এবং দ্বীপে এর জন্ম হয়েছিল বলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নামে অভিহিত করা হয়। এখানকার লোকের গভীর ধর্মভাব, ধর্মনিষ্ঠা, হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস ও সরল আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

এখানে একজনের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, ১৯৪৭ সালে যখন আপনাদের দেশ স্বাধীন হল তখন আপনাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ রেখে আপনারা ভুল করেছেন। আপনাদের দেশের নাম হিন্দুস্থান রাখা উচিত ছিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কেন? তিনি বললেন, আমরা তো সমস্ত পূজা হোম যাগযজ্ঞের সময় যে সংকল্প করি তাতে আমরা বলি, জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে। অর্থাৎ আমরা ভারতবর্ষের নিবাসী। আর আপনারা ভারত নামটা নিলেন, তাহলে আমরা কি সংকল্প থেকে ভারতবর্ষে কথাটা বাদ দিয়ে দেব? হাজার হাজার বছর ধরে আমরা তো নিজেদেরকে ভারতবর্ষের বাসিন্দা বলেই জেনে এসেছি।

এই ব্যক্তির কথা শুনে আমি সত্যি নিজেকে লজ্জিত অনুভব করলাম। এরা নিজেকে ভারতবাসী বলতে চান। আর আমরা এদেরকে বলি নেপালী, বিদেশী।

এখানে এসেই আমি সত্যি সত্যি অনুভব করতে পারলাম সাংস্কৃতিক ভারতের শিকড়টা কত ভিতরে ও কতটা মজবুত। এই শিকড় নড়িয়ে দেওয়ার কত চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু একে রক্ষা করার জন্য জাগ্রত ও সচেতন হিন্দু সমাজের যতটুকু প্রয়াস করা দরকার তার এক শতাংশও আমরা করি না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, ভারতের মধ্যেই নাগাল্যান্ড, মিজোরামে গত পাঁচশো বছরেও সম্ভবত একজনও সাধু সন্ন্যাসী যাননি। অথচ সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে সাদা চামড়ার খ্রীষ্টান মিশনারীরা ওখানে গেছেন। বছরের পর বছর ওই দুর্গম স্থানে থেকে সেখানে মানুষের চিকিৎসা ও সেবা করেছেন এবং তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। আজ ব্যাসক্ষেত্রে এসে মনে হল, হিন্দু ধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে এখানে সাধারণ মানুষ বসে আছেন। কিন্তু এখানেও তো ভারত থেকে সাধু সন্ন্যাসী ধর্মগুরু ধর্ম প্রচারকরা আসেন না। যাই হোক, এই দমৌলি শহরে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মস্থান ও কর্মভূমি দেখতে পাওয়া আমার জীবনে বড় সৌভাগ্য বলে আমি মনে করি। এই দমৌলি শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

পরের গন্তব্যস্থল গোরখা। জেলা গোরখা, শহর গোরখা। এই জায়গার একটি বিশেষ ইতিহাস আছে। ১৭৬৯ সালের আগে পর্যন্ত আজকের নেপাল অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে একটি ছোট রাজ্য ছিল গোরখা। এই রাজ্যের রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে এক বিজয় অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত রাজ্যগুলিকে জোড়া লাগিয়ে যে বড় রাজ্যটি তৈরী করলেন সেটাই হল আজকের নেপাল। যেহেতু গোরখা রাজা এই রাজ্যটি গঠন করলেন, সেইজন্য এই সমগ্র রাজ্যের অধিবাসীদেরকে গোরখা নামে অভিহিত করা হতে লাগল। সুতরাং স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে গোরখা শব্দটি কোন একটি নির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠী বা এথনিক গ্রুপের নাম নয়। এটি একান্তই একটি ভৌগলিক নাম এবং একটি ছোট রাজ্যের নাম। জাতি বা এথনিসিটি বললে তামাং, গুরুং, রাই, ছেত্রী ইত্যাদি পড়বে।

২০০৭ সালে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। নতুন সংবিধান চালু হল এবং নেপাল হিন্দু রাষ্ট্রের পরিবর্তে সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হল। তার ফল হল এই যে খ্রীষ্টান মিশনারী ও মোল্লা মৌলবীদের দ্বারা সহজ সরল নেপালীকে ধর্মান্তরিত কারার কাজটা আরও সহজ হয়ে গেল। আজ নেপালের বাকে এবং কপিলবস্তু দুটি জেলায় মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে গেছে।

যাক ফিরে আসি গোরখা জেলায়। সেখানে পাহাড়ের অনেক উঁচুতেই আছে মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহের দরবার। অর্ধেক উচ্চতা গাড়ি যায় তারপর হেঁটে উঠতে হয়। এখানেই বসত মহারাজের দরবার। এর মধ্যেও আছে এক কালী মন্দির। সে মূর্তি পর্দায় ঢাকা থাকে। সাধারণ মানুষ দেখতে পাবে না। সেখানে পশু বলি হয়। সেই দুর্গম দরবার ও মন্দির দেখে এলাম। সেখানেই আছে গোরখনাথজীর গুহা। বিশাল নাগ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোরখনাথজী এই গুহাতেই তপস্যা করতেন। ছবি তোলা নিষেধ, তাও ছবি তুলে এনেছি। এই গুহাটি লোহার অস্ত্রে ভর্তি। অর্থাৎ গুরু গোরখনাথ নিরস্ত্র ছিলেন না তা সহজেই বোঝা যায়।

গোরখা থেকে গেলাম কাঠমান্ডু, নেপালের রাজধানী। বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির দেখার জন্য মন ছটফট করছিল। সৌভাগ্যক্রমে কাঠমান্ডুতে আমি যে হোটেলে উঠেছিলাম তার কাছেই এই পশুপতিনাথ মন্দির। গেলাম সকালে। বিশাল প্রাঙ্গণ। দেশ বিদেশের ভক্ততে ভর্তি। মূল মন্দিরের ভিতর ছবি তোলা নিষেধ। এখানে ছবি তুলতে পারিনি কিন্তু মন্দির দেখে মন ভরে গেল। তারপর কাঠমান্ডুতে আর কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করলাম, তার মধ্যে নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির বৌদ্ধস্তূপ, নারায়ণহিতি রাজপ্রসাদ প্রভৃতি স্থান। বেশ বড় শহর। বেশ কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করলাম। নেপালে বর্তমান শাসক দল নেপালী কংগ্রেসের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে দেখা করলাম ও আলোচনা করলাম। নাম উহ্য রাখছি।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত এখানেই শেষ। এবার বলব নেপালের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। সেই ১৭৬৯ থেকে নেপালে রাজতন্ত্র ছিল যা একটানা ২০০৭ সাল পর্যন্ত চলেছে। এই রাজারা ছিলেন হিন্দু রাজা। তাই নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র বলা হত। কিন্তু চীনের ষড়যন্ত্রের ফলে নেপালে কমিউনিষ্ট পার্টি ও মাওবাদী রাজনৈতিক দল নেপালের সহজ সরল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দেশে চরম অস্থিরতা তৈরী করল। তার ফলে এই মাওবাদীরা একসময় ক্ষমতা দখল করে দেশের নতুন সংবিধান চালু করল এবং নেপালকে হিন্দুরাষ্ট্র রাখল না। ২০০৭ সালে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। নতুন সংবিধান চালু হল এবং নেপাল হিন্দুরাষ্ট্রের পরিবর্তে সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হল। তার ফল হল এই যে খ্রীষ্টান মিশনারী ও মোল্লা মৌলবীদের দ্বারা সহজ সরল নেপালীকে ধর্মান্তরিত করার কাজটা আরও সহজ হয়ে গেল। আজ নেপালের বাঁকে এবং কপিলবস্তু দুটি জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী ডাং জেলাতেও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ হয়ে গেছে। এইগুলি সবই ভারত সংলগ্ন সমতল ক্ষেত্র। আর উপরের দিকে পাহাড়ি ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ধর্মান্তরকরণ জোরকদমে চলছে। তার সঙ্গে আছে চীনের প্রভাব। এগুলিকে আটকাতে না পারলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই নেপালে হিন্দুদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে।

এছাড়াও নেপালের বেশ কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে। পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত এই দেশে নীচের দিকে ভারত সংলগ্ন ২২টি জেলাকে বলা হয় তরাই অঞ্চল। এর অন্য নাম মধেস। এই অঞ্চলের বসবাসীদের মধেসী নামে ডাকা হয়। এই ২২ জেলার উপরে বাকী ৫৩টি জেলার অধিবাসীকে পাহাড়ি বলে। এই পাহাড়ি ও মধেসীদের মধ্যে চেহারার স্পষ্ট তফাৎ আছে। এবং এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ খানিকটা মনের অমিল আছে। পারস্পরিক বিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব আছে। মধেসীরা মনে করে তারা নেপালের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর পাহাড়িরা মনে করে মধেসীদের এক পা নেপালে আর এক পা ভারতে। তাই মধেসীরা নেপালের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। এই মনের অমিল ও বিশ্বাসের ঘাটতি দূর করা বেশ কঠিন বলে আমার মনে হয়েছে।

নেপাল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ তৈরীর অপার সম্ভাবনা। এখানে সেই বিদ্যুৎ তৈরী করে নেপাল নিজের প্রয়োজন মিটিয়েও ভারতকে বিক্রি করতে পারে। তার ফলে উভয় দেশই উপকৃত হবে। এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ বনজ সম্পদ সেখানে আছে। সেখানে বিভিন্ন ফলমূল ও আয়ুর্বেদিক গাছগাছড়া চাষ ভালো হতে পারে। কিন্তু এসব কাজে ভারতের যতটা আগ্রহ থাকা উচিত তা নেই। তাই নেপালে অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব বেড়েই চলেছে। এটা কখনোই ভালো লক্ষণ নয়। নেপালের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। তাদের ভাষা নেপালি বা গোর্খালি (দুটোই এক) দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়। তাই যে কোন হিন্দি জানা লোক খুব সহজেই নেপালি ভাষা পড়তে পারবে। নেপালের মানুষ কখনো ইংরাজি সাল ব্যবহার করে না। তারা বিক্রম সংবত ব্যবহার করে। পূজা পাঠ ও কর্মকান্ডের আধিক্য আছে। আছে প্রাচীন পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কিছুটা অভাব আমি লক্ষ্য করেছি। পশুপতিনাথ মন্দিরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সাধারণ মানুষের আছে। এই পশুপতিনাথই গোটা নেপালকে এক রেখেছে। কিন্তু কোন ধর্মীয় আইকন সেখানে নেই। রাজনৈতিক দল নেতাদের প্রতি সাধারণ মানুষের কোন শ্রদ্ধা নেই । যুব সমাজের সামনে কোন আদর্শ ব্যক্তিত্ব নেই যা থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। নেপালের হিন্দুদের হিন্দুত্ববোধকে taken for granted ধরে নিলে খুব ভুল হয়ে যাবে। সময় থেমে থাকে না। তাই ভারতের হিন্দু সংগঠন ও হিন্দু ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে নেপালের দিকে মনযোগ দিতেই হবে। এ সম্বন্ধে আমার যা কিছু পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার আমি চেষ্টা করব, এবং নিজেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করব। নেপাল সাংস্কৃতিক ভারতেরই অঙ্গ। নেপালের বীর সন্তানরা আজও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তাই নেপালকে ভারতের বন্ধু করে রাখা আমাদেরই কর্তব্য।

উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার সন্দেহভাজন বাংলাদেশি জঙ্গি আবদুল্লাকে

উত্তরপ্রদেশের মুজফফনগর থেকে এক বাংলাদেশি জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সে রাজ্যের জঙ্গি দমন শাখা (এটিএস)। ধৃতের নাম আবদুল্লা। সন্দেহ করা হচ্ছে, ধৃত এই জঙ্গি আনসারুল্লা বাংলা টিম-এর সদস্য। আনসারুল্লা বাংলা টিম আল কায়দার আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের একটি জঙ্গি সংগঠন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ৬ই আগষ্ট, রবিবার মুজফফনগরের চারথাবাল এলাকার কুতেসারা থেকে গ্রেফতার করা হয় আবদুল্লাকে। জঙ্গি দমন শাখার আইজি অসীম অরুন জানান, আবদুল্লা ২০১১ থেকে সাহারানপুরের দেওবন্দ এলাকায় ডেরা বেঁধেছিল। মাস খানেক আগে কুতেসারাতে চলে আসে। ভুয়ো পরিচয় দিয়ে আধার কার্ড ও পাসপোর্ট তৈরি করিয়েছিল সে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, আবদুল্লার কাজ ছিল জঙ্গিদের এ দেশে ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করা এবং তাদের গোপন আস্তানার ব্যবস্থা করা। মূলত বাংলাদেশি জঙ্গিদেরই ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করত সে। অনেকদিন ধরেই আবদুল্লার খোঁজ চালাচ্ছিল এটিএস। মুজফফরনগরে আবদুল্লার লুকিয়ে থাকার খবর গোপন সূত্রে পায় তারা। সাহারানপুর থেকে এটিএস-এর একটি দল মুজফফরনগর এবং শামলি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর এ দিনই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মুজফফরনগরে অভিযান চালায় এটিএস। আবদুল্লার বাড়ি থেকে একাধিক ভুয়ো আধার কার্ড এবং ১৩টি ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এটিএস।

শিক্ষকের অশালীন আচরণ ঃ অপমানে আত্মঘাতী ছাত্রী

মালদা জেলার মানিকচক থানার অন্তর্গত মথুরাপুরের ধর্ম্মটোল অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা সুজিত সাহা। তাঁর অষ্টাদশী মেয়ে রাখী সাহা স্থানীয় স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। অঞ্চলেরই নাজমুল মাস্টারের বাড়িতে সে প্রইভেট পড়তে যায়।

গত ২রা আগষ্ট রাখীকে নাজমুল মাস্টারের সরকারী ইমরান আলি রাখীকে পড়ার জন্য ডেকে পাঠায়। সেইমতো বিকাল ৪টার সময় রাখী মাস্টারের বাড়ি পড়তে যায়। গিয়ে দেখে নাজমুল স্যার বাড়িতে নেই,শুধু সহকারী শিক্ষক ইমরান আলি আছে। রাখী ফিরে যেতে চাইলে ইমরান তাকে জোর করে শ্লীলতাহানি করে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। এছাড়া মানসিকভাবেও তাকে নির্যাতন করা হয়। একথা জানাজানি তার আরও বড় ক্ষতি হবে বলে শাসায়। এরপর রাখী বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর সন্দেহ হওয়ায় তার মা দীপালি সাহা দরজা ধাক্কা দেওয়ায় দেখেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মেয়ের কোন সাড়াশব্দ নেই। কোনমতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন সিলিং থেকে মেয়ের শরীর ঝুলছে। দ্রুত নামিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও হাসপাতাল তাকে মৃত ঘোষণা করে। সুজিতবাবুর দাবী, ইমরানের জন্যই বাধ্য হয়ে তাঁর মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। দোষীর উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেছেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে ভূতনী এলাকার বাসিন্দা। শিক্ষক শেখ ইমরান এর আগেও তার কাছে পড়তে আসা ছাত্রীদের সাথে অশালীন আচরণ করেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

অবশেষে মুক্ত অনুপম মন্ডল

গত ৩০শে জুন রাতে কোলাঘাট হিন্দু সংহতির অনুপম মন্ডলের বাড়িতে আনিসুর মল্লিকের নেতৃত্বে হামলা করেছিল শতাধিক মুসলিম। তাদের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় কোলাঘাট থানার জনৈক অফিসার। এরপর, অনুপমের পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদেরকে তমলুক থানায় নিয়ে যায় পুলিশ এবং সেখানে পৌঁছানোর পরে অন্যায়ভাবে অনুপমকেই গ্রেফতার করে পুলিশ এবং তার বিরুদ্ধেই হত্যার ষড়যন্ত্র করায় কেস দেয় পুলিশ।

গত ১৫ই জুলাই, শনিবার তমলুক কোর্টে অনুপমের কেসের ডেট থাকায় সকালবেলায় তমলুকে পৌঁছে যান হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য সুজিত মাইতি, সুন্দরগোপাল দাস এবং গোপাল দেবনাথ। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় অনুপমের স্ত্রী, সান্ত্বনাদেবী। বর্গভীমা মাতার মন্দিরে পুজো দিয়ে কোর্টে যান তাঁরা। সেখানে বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থার পরে অনুপমের জামিন করাতে সক্ষম হয় হিন্দু সংহতি। সন্ধ্যাবেলায় অনুপম জেল থেকে ছাড়া পেলে তাকে বীরের মত বরণ করে হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও তার পরিবারের লোকেরা।

মুর্শিদাবাদে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু মাদক পাচারকারীর

ঘটনাস্থল জলঙ্গি থানার অন্তর্গত ধনীরামপুরের টিকটিকিপাড়া। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারকারী মিনারুল মোল্লা (৩৩) কে খুঁজছিল। ২৫শে জুলাই, মঙ্গলবার রাতে জলঙ্গি থানার পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে মিনারুলকে ধরতে গেলে সে গুলি চালাতে চালাতে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের পাল্টা গুলিতে তার মৃত্যু হয়। এ নিয়েই বুধবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সংখ্যালঘুরা। তাদের দাবী পুলিশ মিনারুলকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট-পাটকেল ছোড়া হয়। তখন পুলিশ লাঠি চার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। অবস্থা সামাল দিতে পুলিশকে ১৪৪ জারি করতে হয়। এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা বলেন, ''এলাকাবাসীর অভিযোগ নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। তবে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মাদক পাচার-সহ নানা অভিযোগ ছিল।'' তবে মৃতের বাবা মহাসেম মোল্লা ছেলের মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা মেনে নেন।

২য় পাতার শেষাংশ

মুম্বই চলচ্চিত্র জগতের ইসলামীকরণ

ব্যবসায়ীদের ঠেকে তোলাবাজি করে, হিন্দু ডনকে খুন করে সে তার রাজ কায়েম করে। পুরো দেশের মানুষের মধ্যে এই ধারণাকে জোরদার করা হলো যে মুসলিমরা শুধু ডন হয়। তিনি 'মাই নেম ইজ খান' সিনেমাতে দেখালেন মুসলিমরা কত হেনস্তার শিকার হয়। এর দ্বারা তিনি মুসলিম জনমানসে মুসলিম 'উম্মাহ' জাগিয়ে তোলার কাজ করলেন। অনেক লেখালেখি ও প্রচার সত্ত্বেও এই সিনেমা ফ্লপ করল। কিন্তু হৃতিক রোশনের 'কাবিল' সিনেমা কিন্তু সুপারহিট হল।

বলিউডে হিন্দু গায়কদের প্রাধান্য দীর্ঘদিন। কিন্তু সেখানেও হিন্দুদের বঞ্চনা করা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে পাকিস্তানপ্রেমী প্রযোজক ও পরিচালকদের দ্বারা। পাকিস্তান থেকে আতিফ আসলাম, শাফাকাত আমানত আলী, রাহাত ফতে আলী খান, মুহাম্মদ ইরফানদের দিয়ে একের পর এক ছবিতে গান গাওয়ানো হয়েছে। অথচ 'মার্ডার ২' সিনেমার গায়ক হরষিত সাক্সেনা, যার গান 'হাল-এ-দিন' কয়েক কোটি ডাউনলোড হয়েছিল; এইরকম একজন প্রতিভাবান গায়ক কিন্তু আর গান গাওয়ার সুযোগ পাননি। তার বদলে পাকিস্তান থেকে আসা এই সমস্ত গায়করা একের পর এক ছবিতে গান গেয়ে চলেছেন। তারপর বলিউডের গানের ভাষা যথেষ্ট জিহাদি টাইপ। যত দিন যাচ্ছে গানের মধ্যে প্রচুর উর্দু ভাষার ব্যবহার, 'আল্লাহ', 'খুদা', 'রব' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার মারাত্মক হারে বেড়ে চলেছে। এইসব হচ্ছে গীতিকার (গান লেখক) ইরশাদ কামিল, কুমার, এলাহাবাদের অমিতাভ ভট্টাচার্য, সেলিম-সুলেমানদের জন্যে। সিনেমার একজন হিন্দু চরিত্র গানের মধ্যে বলছে 'তওবা কেয়ামত হো গয়ী, আল্লাহ মাফ করো', 'মওলা', 'ইবাদত' ইত্যাদি শব্দ। 'ফ্যাশন' সিনেমাতে একটি গান শুরু হচ্ছে 'শুকরান আলা-আলী হামদুলিল্লাহ' দিয়ে যার দায়িত্বে ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক সেলিম-সুলেমান। 'রেস' সিনেমাতে হিন্দু চরিত্রের মুখে গান শুরু হচ্ছে 'আল্লাহ দুহাই হ্যায়'। শাহরুখ খান আর আলিয়া ভাট-এর নতুন ছবি 'ডিয়ার জিন্দেগী'-তে একটি গানের লাইন হল 'মেরে মহল্লা মে ঈদ যো লায়া হ্যায়'। এইসব গান কোটি কোটি হিন্দু যুবক-যুবতী শুনছে প্রতিনিয়ত। আর ধীরে এইসব তাদের মনের ভাষা ও মুখের ভাষাতে পরিণত হচ্ছে। ইসলাম নামক জিনিসটি তাদের কাছে সহজ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। এর ভবিষ্যৎ ক্ষতি খুব মারাত্মক।

দীর্ঘ অনেক বছর ধরে বলিউড ইসলামী ধর্মান্তকরণের আখড়া হয়ে আছে। বর্তমানেও তার পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নাসিরুদ্দিন শাহ নিকাহ করল রত্না পাঠক-কে আর জন্ম দিল এক মুসলমানের, যার নাম ইমরান খান। ইমরান খান আবার নিকাহ করল রিনা দত্তকে; জন্ম দিল দুই মুসলমানের- জুনেদ আর ইরা। যে সময় আমির খানের হাতে কাজ ছিল না, ট্রাভেল এজেন্সির মালিক রিনা দত্ত প্রযোজনা করেছিলেন 'লগান' ছবিটির। এই ছবিটি আমির খানের জায়গা বলিউডে অনেক শক্ত করে তোলে। কিন্তু কোন মুসলমান যেরকম উপকার মনে রাখে না, উল্টে তার ক্ষতি করে, আমির খানও তার ব্যতিক্রম নয়। 'লগান'-এর সহপরিচালক কিরণ রাওকে নিকাহ করলেন। মুসলমান কিরণ রাও জন্ম দিলেন আর এক মুসলমান আজাদ-এর। শাহরুখ খান নিকাহ করলেন গৌরীকে আর জন্ম দিলেন তিনটে মুসলমানের-আরিয়ান, সারা আর আব্রামের। আর এক অভিনেত্রী অমৃতা সিংহ, ২৫ বছর বয়সে আর ধৈর্য ধরল না, নিকাহ করল ১৯ বছরের সইফ আলি খানকে। তারপর জন্ম দিল দুটো মুসলমানের- ইব্রাহিম আলী খান আর সারা আলী খানের। তারপর অমৃতাকে তালাক দিল একদম সাচ্চা মুসলমানের মত। এরপর তার মন গিয়ে পড়লো করিনা কাপুর-এর উপর। নিকাহ করলো তাকে-জন্ম দিল আর একটা মুসলমানের, তৈমুর আলি খানের। ফারহান আখতার নিকাহ করল অধুনাকে। তারপর তাকে বাদ দিয়ে এখন আবার নতুন শিকার শ্রদ্ধা কাপুর-এর পিছনে। যদিও শক্তি কাপুর-এর কড়া মনোভাবের জন্যে এ যাত্রায় বেঁচে গেল একটি হিন্দু মেয়ে।

বর্তমানে ভারতে এক মারাত্মক বিপরীত হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তার ফল বলিউডের সিনেমাগুলিতে বিগত কয়েকবছর ধরে দেখা যাচ্ছে। আমির খানের একটা ভারতবিরোধী মন্তব্য তার অনেক ক্ষতি করেছে। যেমন সিনেমা ফ্লপ হওয়া, স্ন্যাপডিল-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর থেকে বাদ পড়া, ইত্যাদি। ঠেলায় পড়ে করণ জোহরকে লিখিত দিতে হয়েছে যে তিনি তার সিনেমাতে আর কোনদিন পাকিস্তানী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করবেন না। কোন সিনেমাতে পাকিস্তানী বা মুসলিম ভাব থাকলে তা এখন আর ঠিকমতো চলছে না। সিনেমা হলগুলিতে বা লোকেরাও দেখতে চাইছে না। তাইতো মুসলিম ভাব ছবি 'রইস' ফ্লপ করলেও 'বাহুবলি ২' মারাত্মক ব্যবসা করেছে। প্রতি সিনেমাতে কম করে একটা গণেশ পুজোর দৃশ্য বা হনুমান পুজোর দৃশ্য রাখা এখন কমন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। একের পর এক হিন্দু অভিনেতা যেমন রণবীর সিং, বরুণ ধাওয়ান, মনোজ বাজপেয়ী, অর্জুন কাপুর, সুশান্ত সিং রাজপুত-দের মতো হিন্দু অভিনেতারা দ্রুত গতিতে উঠে আসছেন। এমনকি অনেকক্ষেত্রে একইদিনে সিনেমা মুক্তি পেলেও তিন খানকে এরা ছাপিয়ে যাচ্ছে। এটাই আশার আলো।

মুখ্যমন্ত্রীকে চরম হুঁশিয়ারি ত্বহা সিদ্দিকির

মুসলমানদের অসম্মান করার ফল ভাল হবে না

ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি ১৮ই জুলাই (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন যে মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের অসম্মান করেছেন। চ্যানেল হিন্দুস্তানের সামনে এদিন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা বেশ কয়েকবার উত্তেজিত হয়ে এমনই অভিযোগ তোলেন।

বাদুড়িয়ার অশান্তির জেরে রাজ্যপালের ফোন কল নিয়ে যেদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করলেন সেদিনই ঘটনার সূত্রপাত। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে বাদুড়িয়া নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, যে একটি কম্যুনিটি ওখানে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে..... ইত্যাদি। এই কম্যুনিটি শব্দটি আপত্তিকর ঠেকেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের কাছে। ত্বহা বলেন, 'আমি লাগাতার ফোন পেয়েছি সেদিন। মুসলিম ভাইদের ফোন আবার অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ফোনও পেয়েছি।' একটি কম্যুনিটি বলতে একটি সম্প্রদায়কে বোঝায়। আর ঠিক সেখানেই আপত্তি ত্বহা সিদ্দিকির। তাঁর কথায় বাদুড়িয়া কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী কী করে একটা সম্প্রদায়কে দায়ী করলেন তা তাঁর বোধগম্য হয়নি। তিনি বলেন, 'একটি ঘটনার পাল্টা আর একটি ঘটনা হয়েছে। দুটি ঘটনাই নিন্দনীয়। কয়েকজন লোক, হতে পারে তাঁদের ধর্ম ইসলাম, তাঁরা আক্রমণ করেছেন। আমরা সবাই ঘটনার নিন্দা করেছি। সেদিনই চ্যানেল হিন্দুস্তানের মাধ্যমে সকলকে সংযত থাকার আবেদন জানিয়েছি। যদি তদন্তে বেরোয় কয়েকজন মুসলিমই এই ঘটনার জন্য দায়ী, তবু কয়েকজনের জন্যে গোটা কম্যুনিটিকে দায়ী করে কি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কাজ করলেন?' একইসঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, মুসলিমদের অসম্মান করার ফল ভাল হবে না।

ঈদের দু'দিন ছুটি দাবি করে না পেয়ে এমনিতেই বিরক্ত ত্বহা। বকরি ঈদের জন্য তিনদিন ছুটিরও দাবি ছিল তাঁর, কিন্তু পাওয়া যায়নি। তার ওপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া এই 'কম্যুনিটি' প্রসঙ্গ। ত্বহা বলেন, ঈদে দু'দিন ছুটি চেয়ে মুসলিমরা কি কোনও অন্যায় করেছে!

বাদুড়িয়া যখন আবার ছন্দে ফিরছে ঠিক তখনই ত্বহা সিদ্দিকির এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের যোগান দিল বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

নরপশুর দ্বারা ধর্ষিত সাতবছরের শিশুকন্যা

খেলনা ও খাবারের লোভ দেখিয়ে ঘরে সাত বছরের এক শিশু কন্যার উপর নারকীয় অত্যাচার চালাল এক নরপশু। নাম শেখ সাহেব। ঘটনার অসুস্থ মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মেয়েটির বাবা বিজয় চৌধুরী অভিযুক্তের নামে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু অভিযুক্ত শেখ সাহেব ঘটনার পর থেকেই পলাতক। হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত দেবানন্দপুরের কাজীডাঙ্গা পাড়ায় এমনই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে গত ৮ই আগষ্ট।

সংহতি সংবাদের প্রতিনিধিকে বিজয়বাবু জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ তার সাত বছরের শিশুকন্যা বাড়ির সামনেই খেলা করছিল। এমন সময় তাদেরই প্রতিবেশী ৪৫ বছর বয়স্ক শেখ সাহেব নান অছিলায় মেয়েকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর দরজা বন্ধ করে তার উপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায়। ফলে মেয়েটির নিম্নাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্রুত তাকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার ডাক্তাররা তার অবস্থার অবনতি দেখে তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে নেয়। মেয়ের কাছেই তিনি জানতে পারেন এই অপকীর্তির নাম। চুঁচুড়া থানাতে অভিযুক্ত শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই শেখ সাহেব পলাতক। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর দাবী, নরপশু শেখ সাহেবকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

মুসলিম ব্যক্তি নাবালিকা হিন্দু মেয়েকে অপহরণ ও ধর্মান্তকরণের অপরাধ থেকে মুক্তি দিল্লী কোর্টে

পূর্ব দিল্লীর কল্যাণপুরীর বাসিন্দা ১৭ বছর বয়সী একটি মেয়ে গত বছর ৯ই জুলাই এক মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়ে যায়। পরে মেয়েটিকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং যুবকটির সঙ্গে মুসলিম আইন মেনে 'নিকাহ' হয়। মেয়েটির মা পরে কল্যাণপুরী থানাতে মেয়ের নিখোঁজের অভিযোগ জানান। সেইমতো পুলিশ অপহরণের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। পুলিশের পেশ করা তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, মেয়েটিকে পুলিশ প্রায় পাঁচমাস পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত যুবকটিকে গ্রেফতার করে দিল্লী নিয়ে যায়। পরে মেয়েটি কোর্ট-এ জবানবন্দি দেয় যে সে নিজের ইচ্ছাতে সে ওই ব্যক্তির সঙ্গে গিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট অভিযুক্ত যুবককে মুক্ত করার আদেশ দেয়। গত ১৮ই জুলাই অতিরিক্ত জজ অশ্বিনী সরপাল তার জানিয়েছেন,''মুসলিম আইন অনুযায়ী, একটি মেয়ে বয়ঃসন্ধিতে বিয়ে করতে পারে, যা মেয়েদের মধ্যে ১৪-১৫ বয়সে চলে আসে। ধর্ম পরিবর্তনের পর, যদিও তার বয়স ১৭ বছর তবুও মুসলিম আইন অনুযায়ী সে মুসলিম যুবকটিকে বিয়ে করার যোগ্য''। এই প্রসঙ্গে তিনি আগের দুটি কেসের রায়ের কথা উল্লেখ করেন, হাইকোর্ট-এ দিল্লী বনাম উমেশ এবং শ্যাম কুমার বনাম স্টেট-এর। এই দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কোন মেয়ে যদি নিজের ইচ্ছেতে কাউকে বিয়ে করার জন্যে যায় তখন তার বিরুদ্ধে অপহরণ ও যৌন উৎপীড়ণের ধারা চাপানো যায় না। গত মার্চ দিল্লীর একটি স্পেশাল কোর্ট তার রায়ে বলেছিলো যে মুসলিম বিবাহ আইন ও পসকো দুটি পরস্পর বিরোধী আইন। কোর্ট আরও বলেছিলো, যেখানে পসকো আইন অনুযায়ী মেয়েটি নাবালিকা ও বিবাহের যোগ্য নয়, কিন্তু একই মেয়েটি মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহের যোগ্য। সরকারের উচিত এই বিষয়ে অবিলম্বে নজর দেওয়া ও আইনটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা। যাতে ভবিষ্যতে এরকম কোন ঘটনা না ঘটে।

অস্ত্র কারখানার হদিশ তিলজলায়, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ

এক ঝলক দেখলে মনে হবে আর পাঁচটা চালু কারখানার মতোই। চাকচিক্য এবং পারিপাট্য, দুই-ই আছে। একাধিক লেদ মেশিন, ড্রিলিং করার নানাবিধ আধুনিক যন্ত্রপাতি, ফার্নেস, ঝালাই বা পালিশ করার টুকিটাকি সরঞ্জামের ছড়াছড়ি, ছেনি-হাতুড়ি-বাটালি-ছুরি আরও যা যা থাকে আর কী। গড়পড়তা কারখানার বহিরঙ্গের আড়ালে যে বেশ কিছুদিন ধরে এখানে চলছিল আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির পরিপাটি কারবার, কে ভেবেছিল! ওয়েস্ট পোর্ট থানা এলাকা থেকে যখন দিন চারেক আগে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের উপর ভিত্তি করে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১০ রাউন্ড গুলি-সহ গ্রেফতার হয় আদতে মুঙ্গেরের বাসিন্দা ইমতিয়াজ আমেদ এবং আফরোজ আমেদ, তখনও ভাবা যায়নি, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি এবং সরবরাহের ব্যাপারে মুঙ্গের অঞ্চলের নামডাক আজকের নয়, বহুদিনের। ধৃত দুই মুঙ্গেরবাসীকে আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু এবং ক্রমে হিমশৈলের চূড়ার প্রকাশ। ধৃত দুই দুষ্কৃতির স্বীকারোক্তি থেকে যা জানা গেল, এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। সম্প্রতি তিলজলা এলাকার ১৬ ডি, চন্দ্রনাথ রায় রোডের একটি চারতলা বাড়ির একতলাটি মাসিক আট হাজার টাকায় ভাড়া নিয়েছিল মুঙ্গের থেকে আসা চারজন, (পরিচয় যদিও দিয়েছিল শহরবাসী হিসেবেই) কারখানা চালানোর অছিলায়। নিয়মমাফিক এসেছিল মেশিন, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি যেমন আসে। কাজ চলতো রাতভোর, সন্দেহ করার তেমন কোনও কারণ দেখেননি বাড়ির উপরের তিনটি তলার আবাসিকরা।

''কাজ'' বলতে আসলে কারখানার নামে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ উৎপাদন এবং রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকায় এক একটি অস্ত্র বেচে দেওয়া। কাকভোরে কারখানায় হানা দেয় পোর্ট ডিভিশনের বিশেষ তদন্তকারী দলের অফিসাররা। হাতেনাতে ধরা পড়েছে আরও চার দুষ্কৃতি। মহম্মদ সোনু, সৌরভ কুমার, মহম্মদ রাজু এবং সরফরাজ আলম। আগেই লিখেছি, সকলেই মুঙ্গেরের। প্রথম দফায় দুই, দ্বিতীয় দফায় চার, ধৃত ৬ জনের থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮টি ৭.৬৫ এমএম সেমি অটোমেটিক পিস্তল, ৫০ রাউন্ড গুলি, ১৬টি ম্যাগাজিন এবং বিপুল পরিমাণ যন্ত্রাংশ। তদন্ত শেষ হয়নি, সবে মাঝপথে। শিকড় কতদূর বিস্তৃত, সেটা জানার কাজ এগোচ্ছে জোরকদমে। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় জোর তল্লাশি চালাচ্ছে এবং আশা করছে শীঘ্রই আসল অপরাধীকে ধরা যাবে।

টাকার জন্য মুসলিম বন্ধুরা খুন করেছে ছেলেকে, মায়ের অভিযোগে চাঞ্চল্য দিল্লিতে

টাকার জন্য মুসলিম বন্ধুরা খুন করেছে ছেলেকে। রাজধানী দিল্লিতে এক ১৪ বছরের কিশোরের খুনের ঘটনায় মায়ের অভিযোগে ছড়াল চাঞ্চল্য। গত মাসে যোগেশ কুমার নামে নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয় নয়াদিল্লি রেলস্টেশনের কাছে। ক্ষত-বিক্ষত শরীর, মুখে-চোখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন জানান দিচ্ছিল রহস্য রয়েছে এই খুনের পিছনে। কিন্তু গোটা ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে পুলিশ প্রশাসন। কারণ সূত্রের খবর, ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এই রহস্যের সমাধান করতে গেলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে।

এমনকি ময়নাতদন্তের সময়ও হাসপাতাল জানায়, ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা হয়েছিল ওই কিশোরের উপর। মৃত কিশোরের মা সীমাদেবীর বিস্ফোরক অভিযোগেই সরগরম রাজধানী। তাঁর অভিযোগ, মুসলিম বন্ধুরাই নাকি গণপিটুনিতে মেরে ফেলেছে ছেলেকে। শুধু তাই নয়, যোগেশকে অপহরণ করে মুক্তিপণের টাকাও চায় তারা। ফোনে ছেলের সন্ত্রস্ত আর্তনাদও শুনতে পান ওই মহিলা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে ওই অসহায় মা জানিয়েছেন, ২৩ জুন তাঁর কাছে ছেলের বন্ধু আরিফের একটি ফোন আসে। অভিযোগ, আরিফ, তার কিছু বন্ধু এবং ফতিমা নামে একটা কিশোরী যোগেশকে আটকে রেখে তাঁর কাছে ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণ চায়। টাকা না দিলে ছেলেকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় তারা। তার ঠিক পরদিনই যোগেশের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দিল্লির মিতনগরের বাসিন্দা যোগেশ মায়ের চিকিৎসার খরচ জোগাতে কাজ করত বলে জানা গিয়েছে।

পেশায় পরিচারিকা যোগেশের মায়ের অভিযোগ, মুসলিম বলেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ কারণে ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ। চিকিৎসকদের বক্তব্য, ময়নাতদন্তেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গণপিটুনিতেই মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরের। মৃতদেহ উদ্ধারের জায়গায় বেশ কিছু ভাঙা কাচের বোতল, পাথর এবং কিছু ইট পাওয়া গিয়েছে। সেই দিয়েই সম্ভবত থেঁতলে দেওয়া হয়েছে যোগেশের মাথা। কিন্তু প্রায় এক মাস হতে চলল, পুলিশ এখনও চোখের সামনে সব প্রমাণ থাকলেও তার ছেলের মৃত্যুতে অভিযুক্তদের ধরার কোনওরকম চেষ্টা নাকি করছে না তারা, অভিযোগ মৃত কিশোরের মায়ের।

ভিসা নিয়েই পাকিস্তান যাচ্ছে জঙ্গিরা

এতদিন গোটা ব্যাপারটাই ছিল লুকিয়ে-চুরিয়ে। চোরাগোপ্তা। এবার হচ্ছে রীতিমতো সরকারিভাবে!

এ যাবৎ ভারতীয় সেনার নজর এড়িয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর উপত্যকায় যুবকদের প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাত জঙ্গি সংগঠনগুলি। কিন্তু এবার তাতে পড়ল সরকারি সিলমোহর। রীতিমতো পাকিস্তানের বৈধ ভিসা নিয়ে কাশ্মীরের যুবকেরা সেদেশে প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছে বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। সম্প্রতি হিজবুল মুজাহিদিনের তিন জঙ্গিকে জেরা করে এ তথ্য পেয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। নাশকতার পাশাপাশি এই জঙ্গিদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল, কাশ্মীরের যুবকদের মগজধোলাই করে পাকিস্তানে পাঠানো।

অমরনাথ যাত্রীদের উপর হামলার পর থেকেই গোটা উপত্যকা জুড়ে ধরপাকড় শুরু করেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। কয়েকদিন আগে উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা থেকে গ্রেফতার হয় তিন জঙ্গি। ধৃতদের নাম অনসারুল্লা, আব্দুল রশিদ বাট, মেহরাজুদ্দিন কাক। পুলিশের দাবী, তারা সকলে বারামুলা জেলারই বাসিন্দা। ওই জেলার এসএসপি ইমতিয়াজ হুসেন মির জানিয়েছেন, ''হিজবুল কম্যান্ডার পারভেজ ওয়ানি ওরফে মুবাশিরের অধীনে উত্তর কাশ্মীরে সক্রিয় ছিল ওই জঙ্গিরা। নাশকতা ছাড়াও এদের কাজ ছিল মূলত কাশ্মীরের যুবকদের বৈধ ভিসার মাধ্যমে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো। একই সঙ্গে অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলিকে অস্ত্র-গোলাবারুদ জুগিয়ে সাহায্য করত এরা।''

তদন্তে দেখা যায় তিন জনের মধ্যে আব্দুল রশিদ বাট বছরের শুরুতে পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য নয়াদিল্লির পাকিস্তানি হাইকমিশনে আবেদন জানায়। তার হয়ে সুপারিশ করে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনও। গত মে মাসে রশিদের ভিসা মঞ্জুর করে পাকিস্তান। সেই মাসেই ইসলামাবাদে উড়ে যায় সে। সেখান থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে হিজবুল জঙ্গি গোষ্ঠীর খালিদ বিন ওয়ালিদ শিবিরে অস্ত্র চালানোর পাশাপাশি বিস্ফোরকের ব্যবহার শিখে ফের বৈধ ভাবেই ভারতে ফিরে আসে রশিদ। শুরু করে জঙ্গি কার্যকলাপ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের মুবাশিরের নেতৃত্বে নিরাপত্তা বাহিনীর শিবিরে হামলার ছক কষছিল। ধৃত রশিদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও এক লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে কয়েকদিন আগে কেটে যাওয়ার পরেও অমরনাথ হামলার মূল মাথা আবু ইসমাইল বা তার তিন সঙ্গীকে এখনও গ্রেফতার করতে ব্যর্থ নিরাপত্তা বাহিনী। ফলে চাপ বাড়ছে কেন্দ্রের উপরেও। বস্তুত কারা এই হামলার জন্য দায়ী তা নিয়ে গোড়ায় টানাপোড়েন ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ গোড়া থেকেই লস্কর জঙ্গি ইসমাইলের দিকে আঙুল তুলেছিল। কিন্তু এই হামলার পিছনে হিজবুল রয়েছে বলে মনে করেছিলেন গোয়েন্দারা।

এই পরিস্থিতিতেই শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশনে। বিরোধী শিবির বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই আগেভাগেই মোদী বিরোধীদের জানিয়ে দেন, ''সরকার অমরনাথের হামলার পিছনে যে সন্ত্রাসবাদীরা রয়েছে তাদের শাস্তি দিতে দায়বদ্ধ। শুধু তাই নয়, জম্মু-কাশ্মীর থেকে দেশবিরোধী শক্তিকেও নির্মূল করবে সরকার।'' অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে কাশ্মীর নিয়ে সরকারের যে নীতি ছিল সেই নীতি মেনেই কেন্দ্র এগোচ্ছে বলে সাংসদদের আশ্বস্ত করেন মোদী।

পুরশুড়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বাড়ি থেকে তাজা বোমা উদ্ধার

গত ৮ই জুলাই, শনিবার রাতে পুরশুড়া ও হরিণখোলা এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি বিধায়ক এম নুরুজ্জামানের অনুগামী। এই নিয়ে মোট ১৬ জনকে ধরা হল। রবিবার সকালে ধৃত শেখ কুতুবের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এলাকায় এখনও পুলিশ ও র‍্যাফের টহলদারি চলছে। উল্লেখ্য, এলাকা দখল নিয়ে কিছুদিন ধরে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক শেখ পারভেজ রহমান ও বর্তমান বিধায়ক এম নুরুজ্জামানের অনুগামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। ঘটনায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন। শনিবার রাতে ও রবিবার সকালে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। ধৃতের বিরুদ্ধে বোমাবাজি, বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট, মারধর-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

মার্কিন রিপোর্টে বেকায়দায় শরিফ প্রশাসন

সন্ত্রাসবাদীদের 'স্বর্গরাজ্য' পাকিস্তান

সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়দাতা পাকিস্তান। পাক ভূখণ্ড সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য। কার্যত এভাষাতেই নওয়াজ শরিফ প্রশাসনকে বিঁধল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাক মদতে লস্কর, জঈশের মতো সংগঠনের বাড়বাড়ন্ত। মার্কিন কংগ্রেসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে এই রিপোর্ট নওয়াজ শরিফের মাথাব্যথা বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। পাঠানকোর্টের মতো ঘটনায় কীভাবে ভারত নাশকতার শিকার হয়েছিল তাও তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে। ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদীর যৌথ বিবৃতি ইঙ্গিত দিয়েছিল। বেনজিরভাবে দুই রাষ্ট্রপ্রধান সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয়ের জন্য একযোগে নিশানা করেছিলেন পাকিস্তানকে। এবার মার্কিন কংগ্রেসে পেশ হওয়া সন্ত্রাসবাদ নিয়ে রিপোর্টে স্পষ্ট পাক প্রশাসনের মদতে সন্ত্রাসের এই বেলাগাম। সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্তে নওয়াজ শরিফ প্রশাসনকে কার্যত কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আফগান তালিবান বা হাক্কানি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি পাকিস্তান। যার ফলে আফগানিস্তানে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। পাকসেনা এবং গোয়েন্দাদের সঙ্গে একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগসাজশ রয়েছে। লস্কর, জঈশের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন পাক ভূখণ্ড ব্যবহার করে দিব্যি সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি লস্কর প্রধান হাফিজ সঈদ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করে। রাষ্ট্রপুঞ্জ হাফিজকে বিপজ্জনক ঘোষণার পরও, তার চলাফেরায় কেন নিয়ন্ত্রণ হয়নি তা নিয়ে রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পাশাপাশি আলাদা একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য।

প্রতিবেশীর সন্ত্রাসের শিকার জম্মু-কাশ্মীর। ভারতের দীর্ঘদিনের অভিযোগ স্বীকৃতি পেয়েছে সন্ত্রাস রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে ভারতের পাঠানকোটে জঙ্গি হানা হয়। এর পিছনে রয়েছে প্রতিবেশী দেশের হাত। আলকায়দা, আইএস, লস্কর, জঈশ, দাউদের ডি কোম্পানি দুই দেশেরে পক্ষে বিপদ। সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে ভারত ও আমেরিকা একসঙ্গে কাজ করবে। মার্কিন রিপোর্টে পাকিস্তানের ভূমিকার তুলোধোনা করা হলেও, এপর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তেমন কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করেনি শরিফ প্রশাসন। লস্করকে পাকিস্তান নিষিদ্ধ করলেও জামাত, ফালাহ-ই-ইনসানিয়তের মতো সংগঠনগুলি রাজধানী ইসলামবাদ-সহ একাধিক জায়গায় প্রকাশ্যে অর্থ সংগ্রহ করছে বলে রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ হয়েছে। মার্কিন গুঁতো পাকিস্তান কীভাবে নেয় তা অবশ্য জানা যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ট্রাম্প প্রশাসনের এই চালে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়লেন নওয়াজ শরিফ।

গিলানির আইনজীবী দেবিন্দর সিং বেহাল দেশের গোপন তথ্য পাকিস্তানের হাতেই তুলে দিয়েছেন

এনআইএ তার বাড়িতে ও অফিসে তল্লাশির পর গত ৩০শে জুলাই দেবিন্দর সিং বেহালকে গ্রেফতার করে। এমনকি ইউটিউবে বেহালের একাধিক উস্কানিমূলক ভিডিও গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে। এনআইএ জানিয়েছে, পাক হাইকমিশনের কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রয়েছে বেহালের। তাদের আশঙ্কা, ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত (যেমন সেনা ঘাঁটির তথ্য, সেনার গতিবিধি) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার করে থাকতে পারে বেহাল। তিনি জম্মু কাশ্মীরের সোশ্যাল পিস ফোরামের প্রধান। যে সংগঠনের হয়ে তিনি একাধিকবার সেনার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। এমনকি কাশ্মীরের আজাদির পক্ষে বহুবার স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে তাকে। এদিকে বেহালকে জম্মুর বার এসোসিয়েশন থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি বিএস সালাথিয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ''বেহালের জাতীয়তাবিরোধী কাজকর্ম সম্পর্কে জানার পরই আমরা ওর প্রাথমিক সদস্যপদ খারিজ করার সিদ্ধান্ত নিই''।

পুলওয়ামায় সেনার গুলিতে লস্কর কমান্ডার আবু দুজানা হত

পুলওয়ামায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গিয়েছে লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ কমান্ডার আবু দুজানা ও তার সঙ্গী আরিফ লিলহারি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩১শে জুলাই, সোমবার গভীর রাতে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা পুলওয়ামার চাকরিপাড়া এলাকা ঘিরে ফেলেন। পরেরদিন লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। সেনা সূত্রে খবর, দু পক্ষের গুলির লড়াইতে দুই জঙ্গি মারা যায়। 'এ' ক্যাটাগরির জঙ্গি আবু দুজানার মাথার দাম ছিল ১০ লাখ টাকা। দক্ষিণ কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিক আক্রমণে যুক্ত ছিল সে। উধমপুর হামলাতে সে ছিল মূল ষড়যন্ত্রকারী। এদিকে দুজানাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় কয়েকশো স্থানীয় বাসিন্দা সেনাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। সেনারাও পাল্টা কাঁদানে গ্যাস, ছররা গুলি ও কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এতে এক বিক্ষোভকারী ফিরদৌস আহমেদের মৃত্যু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বিরোধী ভিডিও সহ ত্রিপুরায় ধৃত বাংলাদেশি

অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করার অপরাধে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গত ১৩ই জুলাই রাতে নাইট সুপারে করে গুয়াহাটি যাচ্ছিল সে। তখনই তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম মহম্মদ উল্লাহ (২৫)। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। সেই মোবাইল থেকে পাওয়া গেছে কয়েকটি ভিডিও ক্লিপ। যেখানে মোদীবিরোধী শ্লোগান রয়েছে। ধলাই জেলার আমবাসা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, বিনা পাসপোর্টে এক বাংলাদেশি সেখানে প্রবেশ করছে। সে নাইট সুপারে করে গুয়াহাটি যাচ্ছে। সেইমতো পুলিশ বাস থামিয়ে ওই যুবকের কাছে পাসপোর্ট দেখতে চায়। কিন্তু তা দেখাতে পারেনি সে। তারপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সে অবৈধভাবে সোনামুড়া দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তার বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চাকপুরে। ২০১৪ সাল থেকে সে চেন্নাইয়ে দু'বছর থেকেছে। জাল কাগজপত্র দেখিয়ে আধার কার্ডও তৈরি করিয়েছে। আর এবার দিল্লী যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে নগদ ও একটি মোবাইল পাওয়া গেছে। তারমধ্যে মোদীবিরোধী ভাষণের ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

স্বদেশ সংহতি সংবাদ-পূজা সংখ্যার জন্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক পাঠান।

কালামের মূর্তির পাশে ভাগবত গীতা রাখা নিয়ে বিতর্ক

গত ২৭শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামেশ্বরমের পেইক্যারাম্বুতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের একটি কাঠের মূর্তি উদ্বোধন করেন। মূর্তিটি কালামের বিনা বাদনরত অবস্থার। মূর্তিটি তৈরী করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডি আর ডি ও। কিন্তু বিতর্কের সূত্রপাত তার পাশে রাখা কাঠের খোদাই করা ভাগবত গীতা নিয়ে। এ নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন তামিলনাড়ুর ডি এম কে নেতা ভাইকো। তিনি কালামের গেরুয়াকরণের অভিযোগ তোলেন। তিনি আরও দাবী করেন, কালামের মূর্তির পাশে তামিল গ্রন্থ ''থিরুক্করাল'' রাখা হোক যা কালামের প্রিয় বই ছিল। এই বিতর্কের কারণে কালামের আত্মীয়দের আসরে নামতে হয়। কালামের ভাইপো শেখ দাউদ বলেন, ''ভাগবত গীতা কোন খারাপ মানসিকতা নিয়ে রাখা হয়নি। রাষ্ট্রপতি জাতি ধর্মের উর্ধ্বে। তাই তার মূর্তির পাশে কোরান ও বাইবেল রেখে দিয়েছি।'' যদিও প্রধানমন্ত্রী ওইদিন একটি গ্যালারির উদ্বোধন করেন, যেখানে কালমের প্রায় ৯০০ পেইন্টিং ও ২০০ দুর্লভ ছবি রয়েছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেল করা মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নেবার দাবী

ফের গোলমাল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার ভর্তিকে কেন্দ্র করে উপাচার্যকে হেনস্তার কথা উঠলো তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ শে জুলাই, বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে গেলে প্রথমে উপাচার্যকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। তিনি তখন চলে যান। তিনি আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলে গোলমাল চরম আকার নেয়। ঘটনার সূত্রপাত এম টেক-এ ভরতি নিয়ে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকোত্তরে (এম টেক) ৯০টি আসন রয়েছে। এতে ভরতি হতে গেলে গেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। উপাচার্য আবু তালেব খান বলেন, ''এই পরীক্ষায় কেউই পাশ করেননি। তাহলে কি করে সবাইকে ভরতি নেওয়া হবে?'' এদিকে আন্দোলনকারীদের দাবী, তাদের সবাইকে ভর্তি নিতে হবে। তাদের আরও অভিযোগ, এখন মোট আসনের ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলমানের জন্যে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। আগে এর পুরোটাই মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। এসব নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটি হয় পড়ুয়াদের। আর তখনই হেনস্তা করা হয় উপাচার্য আবু তালেব খানকে। বলা হয় ভর্তি না করলে আন্দোলন চলবে।

কাশ্মীরে পাথর ছোঁড়ার কাজে টাকা যোগায় আইএসআই

কয়েকদিন আগেই এনআইএ কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হুরিয়ত কনফারেন্স-এর কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করে। তাদেরকে জেরা করে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। দেশের অগ্রণী হিন্দী নিউজ চ্যানেলে প্রকাশিত খবরে এমনটাই জানা গিয়েছে। এনআইএ সূত্র ধরে চ্যানেলটি জানিয়েছে যে প্রতিবছর জম্মু কাশ্মীর থেকে প্রায় ৮০০০ জন সৌদি আরবে হজ করতে যান। তাদের মধ্যে হুরিয়ত-এর পক্ষ থেকে প্রায় ২০-২৫ জন সমর্থককে হজে পাঠানো হয়। একজন হজ যাত্রীর প্রায় ৫লক্ষ টাকা খরচ হয়। সেই হজ যাত্রী হুরিয়তকে এই পুরো টাকাটাই দিয়ে দেয় এবং হুরিয়ত তার যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। শুধু যাওয়া আসার টিকিট ছাড়া আর কোন টাকাই ওই যাত্রীকে দেওয়া হয় না। সৌদি আরবে পৌঁছে যাবার পর আইএসআই এজেন্টরা ওই ব্যক্তিকে তার দেওয়া পুরো টাকাটাই ফেরত দেয়। এইভাবে প্রতি বছর কোটি টাকার ওপর অনুদান পায় জম্মু-কাশ্মীরে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালানোর জন্যে। দীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে এইভাবে হুরিয়ত কলফারেন্স দিশবিরোধী কাজে অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছে। বর্তমানে তার অনেকটাই সেনা ও পুলিশের ওপর পাথর ছোঁড়ার কাজে লাগানো হচ্ছে। তাই এনআইএ এই বছর জম্মু-কাশ্মীরের হজ যাত্রীদের ওপর বিশেষ নজর রাখছে।

কাশ্মীরে তেরঙ্গা ধরার জন্য কেউ থাকবে না ঃ মেহবুবা মুফতি

কাশ্মীরিদের স্বার্থরক্ষায় রয়েছে সংবিধানের দুটি বিশেষ ধারা। ৩৭০ ও ৩৫ (এ) ধারায় রদবদল করা হলে জ্বলবে উপত্যকা। কার্যত এ ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। তাঁর বক্তব্য, এমন কিছু হলে কাশ্মীরে তেরঙ্গা ধরার কেউ থাকবে না। উল্লেখ্য, সংবিধানের ওই দুটি ধারার অন্তর্গত বেশ কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায় কাশ্মীর। গত ২৮শে জুলাই, শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান মেহবুবা। একাধিক ইস্যুতে শরিক দল বিজেপির সঙ্গে যে সম্পর্ক ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর বয়ানে। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা নয়। উপত্যকায় পাথর নিক্ষেপকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা নয় এমনটাই জানিয়েছেন রাম মাধব, অমিত শাহর মত হেভিওয়েট নেতারা। একই পথ অবলম্বন করেছে কেন্দ্রও। পাশাপাশি জোরদার করে তোলা হয়েছে জঙ্গি দমন অভিযান। রাজ্যের বিশেষ সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে দুরত্ব বাড়ছে পিডিপি-র। বেশ কিছুদিন থেকেই কাশ্মীরে জন্য সংবিধানের বিশেষ ধারা ৩৭০ ও ৩৫ (এ) রদ করার দাবী উঠেছে খোদ বিজেপির অন্দর থেকেই। তাদের অনেকেরই বক্তব্য যে, ৩৭০-এর মত ধারার সুবিধা শুধুমাত্র একটি মাত্র রাজ্যকে দেওয়া উচিত নয়। আর তা নিয়েই তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন মুফতি। ''বিশেষ অধিকার না থাকলে জম্মু ও কাশ্মীরের অস্তিত্বই থাকত না। কাশ্মীর ছাড়া ভারত অসম্পূর্ণ। তাই কাশ্মীরিদের বিশেষত্বের কথা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের জানতে হবে কেন তরুণরা পাথর ছোড়ার দিকে ঝুঁকছে। 'আজাদি' নিয়ে কাশ্মীরিদের যে ধারণা রয়েছে তা পাল্টাতে হবে''। সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে এমনটাই বলেন মুফতি। জঙ্গিদের অর্থ জোগানের অভিযোগে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার হয়েছে বেশ কয়েকজন হুরিয়ত নেতা। আর এতেই নারাজ মুফতি। তাঁর মতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেফতার করে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যাবে না। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই তা সম্ভব। তবে ২০১৯-এর বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দু'দলের কেউই যে নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না তা একপ্রকার স্পষ্ট এবং এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে বিজেপি -পিডিপি জোট সরকারের ভবিষ্যত নিয়ে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

ধর্মান্তরিত সোমা বিশ্বাসকে গণধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা

একের পর এক বিয়ে করার প্রতিবাদ করায় সোমা বিশ্বাস (২৫) ধর্মান্তরিত (টুম্পা খাতুনকে) গণধর্ষণের পর তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৩ই জুলাই, বৃহস্পতিবার এ ঘটনায় সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার ইউপি চেয়ারম্যান শাহানেওয়াজ ডালিমসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া আরও পাঁচজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। আশাশুনি উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের ইসমাইল হোসেন সরদারের ছেলে শহীদুল ইসলাম বাদী হয়ে সাতক্ষীরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এ মামলা দায়ের করেন। ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারক সাতক্ষীরার জেলা ও দায়রা জজ জোয়ার্দার আমিরুল ইসলাম অভিযোগটি এজাহার হিসেবে গণ্য করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আসামীরা হল, আশাশুনি উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের গহর গাজীর ছেলে সাইফুল্লাহ গাজী (৩৮), একই গ্রামের ওমর আলী সরদারের ছেলে রিপন সরদার (৩০), এছহাক সরদারের ছেলে আবু মুছা (৩০), একই উপজেলার গদাইপুর গ্রামের রাজাকার মোজাহার সরদারের ছেলে খাজরা ইউপি চেয়ারম্যান শাহানেওয়াজ ডালিম, দুর্গাপুর গ্রামের করিম বক্সের ছেলে কামরুল ইসলাম (৪৫), তার ভাই আনারুল ইসলাম (৩৫), আছিরদ্দিনের ছেলে লাভলু গাজী (৩৫), খালেক সরদারের ছেলে মহসিন সরদার (২৪), শহর আলীর ছেলে খায়রুল ইসলাম (২৮) চেউটিয়া গ্রামের লতিফ সরদারের ছেলে কবীর হোসেন (৩৬) ও খুলনা জেলা শহরের সোনাডাঙা গোবর চাকা মেইন রোডের আবুল হোসেনের ছেলে চিশতি ওরফে চুন্নু চোরা (৪০)। এছাড়া আরও পাঁচজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, পাঁচ বছর আগে যাত্রাদলের নায়িকা হিসেবে আশাশুনির দুর্গাপুর গ্রামের সোনা চৌকিদারের বাড়ির পাশে মাঠে গান করতে আসা গোপালগঞ্জ জেলা সদরের বটবাড়ি গ্রামের মনীন্দ্র নাথ বিশ্বাসের মেয়ে সোমা বিশ্বাসকে (২৫) ফুসলিয়ে নিয়ে খাজরা ইউপি চেয়ারম্যান শাহানেওয়াজ ডালিমের সহযোগিতায় ধর্মান্তরিত করে টুম্পা খাতুন নাম দিয়ে তাকে বিয়ে করেন একই উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের মাদকাসক্ত সাইফুল্লাহ। বর্তমানে তাদের মরিয়ম নামে দু'বছর দু'মাসের একটি মেয়ে আছে।

সাইফুল্লার প্রথম স্ত্রী বর্তমানে খাজরা সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য তমেনা। এছাড়া দু'মাস আগে খাজরা ইউনিয়নের দুর্গাপুরে সোনা চৌকিদারের বাড়ির পাশে মাঠে যাত্রা এনে এক ওই দলের এক নারীকে ও আড়াই মাস আগে আরো একটি যাত্রা দল এনে ওই দলের আরো একটি মেয়েকে বিয়ে করে সাইফুল্লাহ। বর্তমানে তার ছয় স্ত্রী। এ নিয়ে টুম্পার সঙ্গে সাইফুল্লার বিরোধ চলে আসছিল। প্রতিবাদ করায় সাইফুল্লাহ টুম্পাকে মাঝে মাঝে নির্যাতন করতো। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় আশ্রয়হীন হয়ে পড়ায় জোরালো কোন প্রতিবাদ না করেই সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে সব ধরণের নির্যাতন সহ্য করতে থাকে টুম্পা।

গত ৯ই জুন দিবাগত রাত তিনটার দিকে টুম্পা তার স্বামীর বাগদা চিংড়ির হ্যাচারির বাসায় স্বামী সাইফুল্লাহ'র সঙ্গে অবস্থান করছিল। এর পরপরই শাহানেওয়াজ ডালিমসহ ১৪/১৫ জন টুম্পার উপর ঝাপিয়ে পড়ে গণধর্ষণ করে। পরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে ও কাথা জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। ১০ই জুন প্রথমে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও পরে তাকে খুলনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৬ই জুন সকাল সাতটার দিকে টুম্পা খাতুন মারা যায়। টুম্পা খাতুনের লাশ পিরোজপুরে দাফন করে।

মামলার বাদী নিজেকে নিহত টুম্পা খাতুনের ধর্ম ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। আসামীদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৪(১)/৯(২)/৯(৩)/৩০ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে আশাশুনি থানার ওসি শাহিদুল রহমান শাহিন জানান, আদালতের নির্দেশ হাতে পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশে পুলিশের জালে খাগড়াগড়ের সেই নাসিরুল্লা

সেটা ১৯৯৯। তখনও জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) বলে কোনও জঙ্গি সংগঠনের নাম পশ্চিমবঙ্গে চাউর হয়নি। মুর্শিদাবাদের লালগোলা সীমান্ত দিয়ে ঢুকে এক বাংলাদেশি যুবক ওই সংগঠনের হয়ে গোপনে প্রচার শুরু করে। তার ডান হাত কব্জির নীচে থেকে কাটা। কিছুদিনের মধ্যে লালগোলার মকিমনগরে ঘাঁটি তৈরি করে ওই যুবক। তারপর সংগঠন গড়ে করিমপুরের মতো নদীয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায়। বোমা বানানোর তালিম সে-ই প্রথম দেয় এই রাজ্যে জেএমবি-র সদস্যদের।

সোহেল মেহফুজ ওরফে হাতকাটা নাসিরুল্লা নামে ওই বাংলাদেশি যুবক পশ্চিমবঙ্গে জেএমবি-র স্থপতি বলে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জানাচ্ছে। রাজ্যে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত এই নাসিরুল্লাকে গ্রেফতার করার কথা ৮ই জুলাই ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। শনিবার এই জঙ্গিকে সংবাদ মাধ্যমের সামনে হাজির করে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের জঙ্গি দমন শাখার প্রধান মনিরুল ইসলাম জানান, '২০০৬-এ সে ভারতে পালিয়ে যায়। ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সে জেএমবি-র ভারতীয় শাখার প্রধান ছিল।" মনিরুল জানান, ২০১৪-র ২ অক্টোবর খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পরে ডিসেম্বরে সে ফের বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পরে নব্য জেএমবি-তে যোগ দিয়ে সংগঠনের উত্তরাঞ্চলের আমির হয়।

কী করে গ্রেফতার হল সোহেল ওরফে নাসিরুল্লা?

বাংলাদেশের পুলিশের দাবী, শুক্রবার (৭ই জুলাই) চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে একটি আমবাগানে বৈঠক করতে এসে জালে পড়ে নাসিরুল্লা। হোলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় হামলার পরে পলাতক চার জঙ্গি নেতার একজন সে। সেই হামলার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তারই জোগাড় করা।

এনআইএ-র বক্তব্য, খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের দিন নাসিরুল্লা ছিল বেলডাঙায়। তার অদূরেই সে এই রাজ্যে জেএমবি-র বিস্ফোরক ও বোমার প্রথম কারখানাটি তৈরি করে। পরে তা খাগড়াগড়ে সরানো হয়। বিস্ফোরণে নিহত শাকিল গাজি ছিল বোমা তৈরির অন্যতম কারিগর। নাসিরুল্লার কাছেই সে 'কাজ' শেখে।

খাগড়াগড় মামলার বিচার ১৩ই জুলাই কলকাতার এনআইএ আদালতে ফের শুরু হওয়ার কথা। এ দিন এনআইএ-র এক শীর্ষকর্তা বলেন, "আগামী সপ্তাহে আমাদের একটি দল ঢাকা যাবে।" নাসিরুল্লার নামে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল এনআইএ।

নাসিরুল্লাকে নিয়ে খাগড়াগড় মামলায় ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ২৬। অভিযুক্তের সংখ্যা ৩৪। তবে বাংলাদেশে এই প্রথম কোনও অভিযুক্ত ধরা পড়ল। এনআইএ-র এক অফিসার বলেন, "নাসিরুল্লা বাংলাদেশে ধরা পড়ায় ও দেশের সঙ্গে অভিযুক্তদের যোগ প্রমাণিত হল।"

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, নাসিরুল্লা জেএমবি-র কেটি সাইবার সেল গড়ার পরিকল্পনা নেয় মুর্শিদাবাদের উমরপুরে। এমসিএ, কম্পিউটার সায়েন্সে বি টেক ও এম টেক ডিগ্রীধারী কয়েকজন যুবককে সে জোগাড়ও করে। কিছু ল্যাপটপও জোগাড় করা হয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্টার প্রাপকদের আনন্দরাম বরুয়া পুরস্কার হিসেবে ল্যাপটপ দেয় অসম সরকার। সেই ল্যাপটপেরই কয়েকটি উমরপুরে আনা হয়। তবে পরিকল্পনা কার্যকর করার আগেই খাগড়াগড়ের ঘটনায় সব বন্ধ হয়ে যায়।

গোয়েন্দাদের কথায়, এক সময়ে নাসিরুল্লা মনে করে, জেএমবি-তে সে প্রাপ্য সম্মান পায়নি। তাকে সরিয়ে মাসুদ রানাকে পশ্চিমবঙ্গের 'আমির' বা প্রধান করা হয়। সংগঠনে তার পরে আসা সালাউদ্দিন সালেহিন, কওসর ওরফে বোমা মিজানরা বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তাই, জেএমবি ছেড়ে সে যোগ দেয় নব্য জেএমবি বা আইএসের বাংলাদেশ শাখায়।

গুলশান হামলার অন্যতম মাথা জিহাদি রাশেদ গ্রেফতার

বাংলাদেশের হোলি আর্টিজান হামলার অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী ও সমন্বয়কারী আসলাম হোসেন ওরফে রাশেদ ওরফে আবু জাররাকে (২৪) গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট, পুলিশ সদর দপ্তরের একটি দল, বগুড়া ও নাটোর জেলা পুলিশ যৌথভাবে তাকে গ্রেফতার করেছে। ২৮শে জুলাই, শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নাটোরের সিংড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ধরা পড়ে রাশেদ। বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল রহমান মন্ডল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাশেদের ডেরার খবর পাওয়া যায়। এরপর পুলিশ ভোররাতে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকায় নিয়ে যায়। ২০১৬ সালের ১লা জুলাই গুলশানের ৭৯ নম্বর সড়কে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গুলশানের হামলাকারীরা হত্যা করার আগে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় জানতে চেয়েছিল। যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় বেছে বেছে তাদেরকেই শুধু হত্যা করেছিল। এরকমই ইসলামিক জেহাদি রাশেদ।

ঢাকায় হিন্দু যুবককে কুপিয়ে হত্যা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় হিন্দু যুবক বিশ্বজিৎ দাসকে কুপিয়ে খুন করার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই নেতার মৃত্যুদন্ড ও ৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড বহাল রাখলো বাংলাদেশ হাইকোর্ট। এর আগে ২০১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঘটে যাওয়া এই নির্মম হত্যাকান্ডে ৮ জনের মৃত্যুদন্ড ও ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছিলো দ্রুত বিচারের ট্রাইবুনাল। রবিবার ৬ই আগষ্ট বিচারপতি মহম্মদ রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তীর বেঞ্চ নতুন করে এই রায় শুনিয়েছেন। রায়ে মৃত্যুদন্ড বহাল রাখা হয়েছে রফিকুল ইসলাম শাকিল ও রাজন তালুকদারের। যে ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে তারা হল- খন্দকার ইউনুস আলী, তারেক বিন জোহর, আলাউদ্দিন, ওবায়েদুল কাদের, এমরান হোসেন, আজিপুর রহমান, আল আমিন শেখ, রফিকুল ইসলাম, মনিরুল হোক পাভেল, কামরুল হাসান ও মোশারফ হাসান।

২০১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১২ দলের অবরোধ কর্মসূচী চলাকালীন পুরানো ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে দিনের আলোয় নির্মমভাবে খুন হন বিশ্বজিৎ দাস।

কলকাতার যুবক আশ্রয় দিচ্ছে কাশ্মীর ও বাংলাদেশের জঙ্গিদের, খোঁজে এনআইএ

বাংলাদেশের নব্য জেএমবি ও কাশ্মীরের জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এরাজ্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে কলকাতারই এক যুবক। তার মাধ্যমেই স্লিপের সেলের কাছে বিভিন্ন বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। সে নিজেও ঘন ঘন ফোন করছে বাংলাদেশ ও কাশ্মীরে। বেনিয়াপুকুরের এই বাসিন্দাই এখন এনআইএ-এর মূল টার্গেট। জঙ্গিদের ডেরা বাঁধতে সাহায্য করার পাশাপাশি সে নিজেও জিহাদী কাজকর্ম করছে বলে গোয়েন্দাদের সন্দেহ। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত যুবকেরা তাড়া খেয়ে পালিয়ে কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়েই জানা যায়, কলকাতার একটি নম্বরে কাশ্মীর থেকে একাধিকবার ফোন এসেছে। যারা ফোন করেছে তারা সকলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি। ওই নম্বরে আড়ি পেতে আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, শুধু আশ্রয় দেওয়া নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে মফিদুল ইসলাম লেনের ফারুক নামের ওই যুবক। সে নিজেও কাশ্মীর গিয়েছিলো বলে গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য রয়েছে। শুধু কাশ্মীর নয়, বাংলাদেশ থেকেও ঘন ঘন ফোন আসছে তার কাছে। যেসব জায়গা থেকে কল আসছে, বাংলাদেশের সেসব জায়গাতে নব্য জেএমবি জঙ্গিদের একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে। সন্দেহভাজন ওই যুবক নিজেও বাংলাদেশে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেখানে নব্য জেএমবি-এর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়েছে। ব্যবসার সুবাদে বাংলাদেশে যাতায়াতের সূত্রে জঙ্গিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ। তার মাধ্যমে এই সংগঠনের সদস্যরা কলকাতায় পা রাখছে এবং তারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর নব্য জেএমবি-এর সদস্যরা নতুন জিহাদি নিয়োগের কাজ করছে। সেইসব সদস্যদের কাছে টাকাপয়সাও পৌঁছে দিচ্ছে ওই যুবক। যদিও ওই যুবক এখন কলকাতাতে নেই বলে খবর। এনআইএ কর্তারা মনে করছেন, বাংলাদেশ ও কাশ্মীর ছাড়া অন্যত্র তার যাতায়াত আছে। সেই বিষয়েও তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছেন তারা।

অমরনাথ যাত্রীদের উপর হামলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হিন্দু ব্যবসায়ী

অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হলেন শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী বিজয় গুপ্তা। গত ২২শে জুলাই এমনই ঘটনা ঘটল পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যশহর শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে।

এ বছরের অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের একটি দলের উপর সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালালে সাতজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়। হামলার দায় কেউ স্বীকার না করলেও গোয়েন্দা রিপোর্ট পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী দল জয়েশ-ই-মহম্মদের এর পিছনে হাত থাকতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন মহল থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়। শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী বিজয় গুপ্তা হিলকার্ট রোড বাজারের কাছে একটি ফ্লেক্স করে এই ঘটনার নিন্দা করেন। ফ্লেক্সে কিছু পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান ছিল। এতেই গা জ্বলে যায় এলাকার সংখ্যালঘুদের। তারা বিজয়বাবুকে ফ্লেক্সটি খুলে নিতে বলে। বিজয়বাবু খুলতে রাজি না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর মুসলমানরা তখনকার মতো চলে যায়। পরে অধিকসংখ্যক মুসলিম এসে জোর করে ফ্লেক্সটি খুলে দিতে যায়। বিজয়বাবু ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী বাধা

দিলে উভয়ের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। কিন্তু ঘটনা বড় আকার ধারণ করার আগেই পুলিশ এলাকা শান্ত রাখতে ফ্লেক্সটি খুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি মুসলমানদের দাবীর ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। পরে তারা জামিনে মুক্ত হয়। অথচ মুসলমানদের একজনকেও এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও এ রাজ্যে সংখ্যালঘুরা তাতে বাধা দেয়। ভারতে বসবাস করলেও এরা আজও ভারতীয় কিনা সন্দেহ আছে। প্রশাসন সব জেনেও নিশ্চুপ রয়েছে। এলাকার হিন্দুদের প্রশাসনের এ হেন আচরণে ক্ষোভে ফুঁসছে। এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা আছে।

পাসপোর্ট জাল, ধৃত দম্পতি

জাল নথি দিয়ে খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় পাসপোর্ট। আবার তার প্রমাণ পেলেন কলকাতা বিমানবন্দরের অভিবাসন অফিসার এবং পুলিশ। গত ১লা আগষ্ট, মঙ্গলবার রাতে কলকাতা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানে ঢাকা যাওয়ার পথে অভিবাসন অফিসারদের হাতে ধরা পড়েছে গোটা পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের তিন বছরের শিশুপুত্র। স্বামী-স্ত্রী বাংলাদেশি। কিন্তু, জন্মসূত্রে শিশুটি ভারতীয়। তার বাবা-মাকে গ্রেফতার করে বুধবার আদালতে তোলা হয়েছিল। তাঁদের দু'জনকেই পাঠানো হয়েছে জেল হেফাজতে। শিশুপুত্রটিকে পাঠানো হয়েছে মায়ের সঙ্গেই।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিক সইফুল ইসলাম (৩৬) ১৯৯৭ সালে বেআইনিভাবে হরিদাসপুর সীমান্তে টপকে ভারতে চলে আসেন। মুম্বইতে গিয়ে মোবাইল সারানোর কাজ শুরু করেন। এরপর থেকে তিনি ভারতেই রয়ে গিয়েছেন। এরই মাঝে জাল নথি দিয়ে ভারতীয় পাসপোর্টও বানিয়েছেন। সেই পাসপোর্ট দেখিয়ে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশে যাতায়াতও করতেন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার মেয়ে ফরিদা ইয়াসমিন (২৮)-কে বিয়ে করে। বিয়ের পর ফরিদা বাংলাদেশের পাসপোর্ট ও ভারতীয় ভিসা নিয়ে সইফুলের সঙ্গে এ দেশে চলে আসে।

জেরার মুখে সইফুল জানিয়েছেন, মুম্বই পৌঁছনোর পরে ফরিদার বাংলাদেশি পাসপোর্টটি নষ্ট করে ফেলে জাল নথি দিয়ে ফরিদার জন্যও ভারতীয় পাসপোর্ট বানানো হয়। এরপরে জন্মসূত্রে সুজান ভারতীয়। তাঁর পাসপোর্টটি আসল। জানা গিয়েছে, জাল নথি দিয়ে বানানো ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশে যাতায়াত করতেন সইফুল ও ফরিদা। এতদিন ধরা পড়েনি। মঙ্গলবার রাতে ঢাকা যাওয়ার সময়ে অভিবাসন অফিসারদের সন্দেহ হলে জেরা শুরু করেন তাঁরা। ধরা পড়ে যায় স্বামী-স্ত্রী।

ক্যানিং থেকে বাংলাদেশি কিশোর উদ্ধার

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং স্টেশন থেকে ২৯শে জুলাই, শনিবার এক বাংলাদেশি কিশোরকে উদ্ধার করলো পুলিশ। স্টেশনে সন্দেহজনকভাবে এক কিশোরকে প্রথমে ঘোরাঘুরি, তারপরে কাঁদতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এরপরে স্থানীয়রা জিজ্ঞাসা করতে জানা যায়, চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ওপার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওই কিশোরকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন পেট্রল পাম্পের সামনে রিয়াজ মন্ডল নামে ওই কিশোরকে কাঁদতে দেখেন স্থানীয়রা। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়, সে বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দা। তার বাবা কামরুদ্দিন মন্ডল তাকে সীমান্ত পার করিয়ে এদেশে নিয়ে আসে। তারপর ক্যানিং স্টেশনে বসিয়ে বিস্কুট কিনতে যাবার নাম করে পালিয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘন্টার পরও বাবা না ফিরলে সে কাঁদতে শুরু করে। পরে স্থানীয়রা ওই কিশোরকে ধরে ক্যানিং থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গাড়ির ভিতর থেকে পাচারের বাছুর উদ্ধার

হাবড়া থানার গোবরডাঙ্গা শ্মশানঘাট এলাকায় টাটা ইন্ডিকার ভিতর থেকে চারটি বাছুর উদ্ধার করলো পুলিশ। গত ৩০শে জুলাই, শনিবার রাতে শ্মশানঘাট-এর কাছে গাড়িটি দাঁড় করানো ছিল। গাড়িটিতে কোন নম্বর প্লেট ছিল না। পুলিশের সন্দেহ হওয়াতে পুলিশ গাড়িটির দরজা খুলে দেখে ভিতরে চারটি বাছুর। পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশে পাচারের জন্য এইগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ টাটা ইন্ডিকা গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে গাড়িটির মালিককে বা চালককে পুলিশ ধরতে পারেনি।

ফেসবুকে ভারত বিরোধী পোস্ট কলকাতা থেকে আটক কাশ্মীরি যুবক

ফেসবুকে ভারত বিরোধী পোস্ট করার অভিযোগে কাশ্মীরের এক ব্যক্তিকে আটক করল লেক থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আরশিদ আলি নজর। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অভিযুক্ত প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের একটি গেস্ট হাউসে ১৫ বছর ধরে থাকত বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের পক্ষে স্যোশল সাইটে বেশ কিছু পোস্ট করে সে। অভিযুক্ত কলকাতায় কী করত, কাদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কোথায় কোথায় যেত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রয়োজনে গেস্ট হাউসের মালিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে খবর। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে নারাজ কলকাতা পুলিশের কর্তারা। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে লালবাজারের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড। সম্প্রতি ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া। ওই পোস্ট এক শ্রেণির মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করে বলে অভিযোগ। তারপরেই সংঘর্ষ ছড়ায় এলাকায়। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় কয়েকটি বাড়িতে। ঘরছাড়া হন এলাকার বহু হিন্দুরা। জারি হয় ১৪৪ ধারা। বন্ধ করে দেওয়া হয় এলাকার ইন্টারনেট পরিষেবা। কয়েকদিন হল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। এরপর থেকেই স্যোশাল সাইটে আপত্তিকর পোস্ট থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি এ ধরণের পোস্ট দেখলে প্রশাসনকে জানানোর নির্দেশ দেয় পুলিশ।

লাভ জেহাদের শিকার আদিবাসী মেয়ে

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজের মেয়েদের এবার লাভ জেহাদের টার্গেট করলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা। হতদরিদ্র আদিবাসী মেয়েদের কাজের লোভ দেখিয়ে ভিন্ন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের জোরপূর্বক বিবাহ করে ধর্মান্তরিত করা হয়। অনেকসময় মুসলিম যুবকেরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে এদেরকে ধোঁকা দেয়। এমনই এক লাভ জেহাদের শিকার আদিবাসী মেয়ে সোনামণি হেমব্রম (২৭)।

বেশ কয়েকমাস আগে রাজু বলে এক হিন্দু যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় সোনামণির। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে সোনামণিকে দিল্লিতে ভালো কাজ পাইয়ে দেবার নাম করে দিল্লী নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দিল্লীতে তারা একইসঙ্গে থাকত। রাজুর সঙ্গে একাধিকবার তার সহবাস হয়েছে বলে সোনামণি এই প্রতিবেদনকে জানিয়েছে। সে রাজুকে বিয়ে করতে বললেও নানা অছিলায় সে তা এড়িয়ে যেত। এক সময়ে সোনামণি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এরপর সে রাজুকে চাপ দিলে রাজু তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সোনামণির চক্ষু চড়কগাছ। হিন্দু বলে পরিচয় দিলেও রাজুর আসল নাম আখতার আনসারি (পিতা-আনসুর আনসারি)। বাড়িতে তার স্ত্রী ও বাচ্চা আছে। সেখানে সোনামণিকে জোর করে কলমা পড়িয়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। তাকে জোর করে নামাজ পড়তে ও রোজা রাখতে বলা হয়। কিন্তু সে অত্যন্ত জেদি মেয়ে, সোনামণি এসব কিছু করতে রাজি হয়নি। কিছুদিন আগে সে গর্ভবতী অবস্থায় আখতারের বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসে। পুলিশকে সব জানিয়ে আখতারের উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেছে সে। কিন্তু সোনামণি জানিয়েছে, সে কোনমতেই বিধর্মীর সঙ্গে ঘর করবে না।

তাজা বোমা উদ্ধার বর্ধমানের মঙ্গলকোটে

৬টি বোমা-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বীরলাল মোল্লা। সে মঙ্গলকোটের বেলগ্রামের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ জানতে পারে নিজের বাড়িতে বোমা মজুত রেখেছে বীরলাল। সেইমতো গত ৪ই আগষ্ট, শুক্রবার সন্ধ্যার পর তার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, মোট ৬টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে বীরলালের বাড়ি থেকে। শনিবার, ৫ই আগষ্ট কাটোয়া আদালতে ধৃত বীরলালকে পেশ করে পুলিশ। অন্যদিকে, অস্ত্র-সহ লাদেন শেখ নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে মঙ্গলকোট থানা। লাদেনের বাড়ি মঙ্গলকোটের নবগ্রামে বলে জানা গিয়েছে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ লাদেনের বাড়িতে তল্লাসি চালায়। একটি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। কী কারণে ধৃতরা বোমা ও বন্দুক মজুত করেছিল তা তদন্ত করে দেখছে মঙ্গলকোট থানা।

লাভ জেহাদের শিকার রিনা বর্মন

ঘটনাটি কুচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের শীতলকুচি থানার অন্তর্গত পাগলাতীরের। ওই এলাকার বাসিন্দা রিনা বর্মন (নাম পরিবর্তিত, বয়স ১৬, পিতা-কৃষ্ণ বর্মন) স্থানীয় নাককাটি উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়তো। কিন্তু গত ২৭শে জুলাই সে দক্ষিণ শীতলকুচির বাসিন্দা লাল মিঞার সঙ্গে পালিয়ে যায়। ২৮শে জুলাই তার পরিবারের লোকজন মেয়ে ফিরে পাবার অভিযোগ জানাতে শীতলকুচি থানাতে গেলে সেই সময় থানাতে থাকা ডিউটি অফিসার এস আই আবেদ আলি অসহযোগিতা করেন বলে তার বাবা-মা জানিয়েছেন। এমনকি তিনি প্রথমে এফআইআর করতে চাননি, পরে করলেও এফআইআর নম্বর দেননি। এমত অবস্থায় রিনার পরিবার ঘটনাটি লিখিতভাবে মাথাভাঙ্গা এসডিও কে জানিয়েছেন। এতদিন কেটে গেলেও পুলিশের অবহেলায় নাবালিকা রিনা বর্মন এখনও উদ্ধার হয়নি।

মালদার সামশেরগঞ্জে তিন লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার

গত ৬ই আগষ্ট সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ তিন লক্ষ টাকার জাল নোটসহ এক যুবককে গ্রেফতার করল। ধৃতের নাম ইজরাইল শেখ (২১)। ধৃতের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর হিজলতলা গ্রামে। ৫ই আগষ্ট, রবিবার পুলিশ অভিযুক্তকে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান গঙ্গা রোড স্টেশন থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে দেড়শোটি দুহাজার টাকার নোটসহ মোট তিনলক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার করে। ধৃত ইজরাইল বাংলাদেশ থেকে জালনোটগুলি নিয়ে এসেছিলো ঝাড়খন্ডে পাচার করার উদ্দেশ্যে। সে জালনোটগুলি নিয়ে ধুলিয়ান ফেরিঘাট পার হয়ে ধুলিয়ান গঙ্গা রোড স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল ঝাড়খন্ডের পাকুড়ের এক জালনোট কারবারিকে দেবার জন্য। পুলিশ তখন গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। তাকে জেরা করে ঝাড়খন্ডের কারবারির খোঁজ পেতে চাইছে পুলিশ।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686